Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আরবি ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আকলিমা আক্তার

রোলঃ 216020204

৩০ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আরবি ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আকলিমা আক্তার

রোলঃ 216020204

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "আরবি ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আকলিমা আক্তার, আইডিঃ 216020204 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "আরবি ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

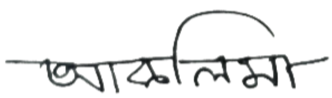

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ মে, ২০২৪ ইং

আকলিমা আক্তার

আইডিঃ 216020204

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 6

আরবি ভাষা কি? 9

আরবি ভাষার উৎপত্তি কোন দেশ থেকে হয়েছে? 9

আরবি ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 9

আরবিই পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা 19

বাংলা ও আরবি ভাষাতত্ত্বের মধ্যে তুলনা 27

আরবি ভাষার আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট 47

বিশ্ব অর্থনীতিতে আরবি ভাষার গুরুত্ব 50

আরবি শেখার ৭টি কারণ 55

আরবি ভাষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা 57

আরবি ভাষার বৈশিষ্ট্য 61

আরবি ভাষার প্রয়োজনীয়তা 62

ভূমিকা

আরবি নামটি শুনলে প্রথমেই আমাদের মনে আসে এটি পবিত্র কুরআনের ভাষা, যা ইসলাম ধর্মের সাথে সম্পর্কিত। সারা বিশ্বের মুসলমানরা প্রতিদিন তাদের প্রার্থনায় আরবি ভাষায় কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করে থাকেন। এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আরবি ভাষা মুসলমানদের কাছে একটি অতি পবিত্র ভাষা হিসেবে গণ্য।সর্বশেষ নবী ও রাসুল হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মাতৃভাষা ছিল আরবি, আর আল্লাহ জিব্রাইলের (আ.) মাধ্যমে তার উপর এই ভাষায় ওহী নাযিল করতেন। ঐতিহাসিকভাবে মুসলিমদের বিশ্বাসমতে, আরবিই সেই ভাষা যার মাধ্যমে জান্নাত বা স্বর্গে মানুষ একে অন্যের সাথে বা ফেরেশতাদের সাথে যোগাযোগ করবে।

আরবি হলো বিশ্বের বহুল ব্যবহৃত কথ্য ভাষাগুলোর মধ্যে একটি। ব্যবহারের দিক থেকে এটি পঞ্চম স্থানে, যা আজকের মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা জুড়ে একটি সরকারি ভাষা হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। এমনকি এর ব্যবহার বিভিন্ন উপভাষাতেও রয়েছে। উপরেই বলা হয়েছে, আরবি ভাষা মুসলিমদেরর কাছে একটি ধর্মীয় ভাষা হিসেবেও কাজ করে। কারণ, আরবি হলো পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআনের ভাষা, এবং এটি ইসলাম ধর্মের সাথে সরাসরি যুক্ত। এভাবে এই ভাষা ধর্মীয় তাৎপর্যের সাথে সাথে ঐশ্বরিক উদ্ঘাটনের সাথেও যুক্ত, যা ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে।

আরবি ভাষা, যাকে আরবিতে ‘আল আরাবিয়া’ বলা হয়। প্রায় ২৯৩ মিলিয়ন স্থানীয় ভাষা ব্যবহারকারী, এবং বিশ্বব্যাপী মোট ৪২২ মিলিয়ন মানুষ আরবি ভাষায় কথা বলেন। বিশ্বের ২৬টি দেশের অফিসিয়াল ভাষা আরবি। এটি জাতিসংঘের ছয়টি অফিসিয়াল ভাষার মধ্যে একটি। কুরআনের ভাষা হিসেবে এটি সারা বিশ্বের ১.৭ বিলিয়ন মুসলমানের ধর্মীয় ভাষাও। যদিও তাদের অধিকাংশই আরবি ভাষায় মনের

ভাব আদান-প্রদান পারে না, কিন্তু প্রার্থনা এবং ধর্মীয় অধ্যয়নের জন্য আরবি ভাষা সম্পর্কে কিছু জ্ঞান তাদের অধিকাংশেরই রয়েছে। এই ভাষার রয়েছে বিভিন্ন বৈচিত্র্য। প্রধান বৈচিত্র্যগুলোর মধ্যে একটি হলো কুরআনের শাস্ত্রীয় আরবি। অনেক পণ্ডিত একে আরবি ভাষার সবচেয়ে নিখুঁত রূপ বলে মনে করেন, এবং কেউ কেউ বলেন যে, এটি একমাত্র সত্যিকারের আরবি, কারণ এটাই ছিল সেই ভাষা যে ভাষায় সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ শেষ নবী ও রাসুল হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর কাছে কুরআন অবতীর্ণ করেন। তারপর রয়েছে মডার্ন স্ট্যান্ডার্ড আরবি, যা আজ অফিসিয়াল ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত আরবি ভাষার একটি রূপ। এটি সাহিত্যে ব্যবহৃত আরবির আধুনিক রূপ, যা কুরআনের ধ্রুপদী আরবির উপর ভিত্তি করে তৈরি। এটা ঠিক শাস্ত্রীয় আরবির মতো নয়, কিন্তু উভয়কেই আরবরা 'আল-ফুশা' বলে উল্লেখ করেছে, যার অর্থ 'বাকপটু বক্তৃতা'।

কোরআন-হাদিসের মাধ্যম : কোরআন-সুন্নাহ বোঝার চাবিকাঠি হিসেবে আরবি ভাষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। নিগূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব উপলব্ধিতে আরবি অদ্বিতীয় মাধ্যম। এজন্য যুগে যুগে আলেমরা আরবি শেখার প্রতি উৎসাহ দিয়ে এসেছেন।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর (রা.) বলেন,

'তোমরা আরবি ভাষা শেখো। তা তোমাদের দ্বীনের অংশ।' (মাসবুকুজ জাহাব ফি ফাদলিল আরব ওয়া শারফুল ইলমি আলা শারফিন নাসবি: ১/৯)

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন,

'আল্লাহতায়ালা আরবি ভাষায় কোরআন অবতীর্ণ করেছেন। আর প্রিয় নবী (সা.)-কে আরবি ভাষায় কোরআন-সুন্নাহ প্রচারের নির্দেশ দিয়েছেন। দ্বীনের প্রথম অনুসারীরা ছিল আরবি ভাষী। তাই দ্বীনের গভীর জ্ঞানার্জনের জন্য এই ভাষা আয়ত্তের বিকল্প

নেই। আরবি চর্চা করা দ্বীনেরই অংশ ও দ্বীনের প্রতি শ্রদ্ধার প্রতীক।' (মাজমুউল ফতোয়া: ৮/৩৪৩)

সুস্পষ্টতা : পৃথিবীর যেকোনো ভাষার প্রধানত তিনটি বৈশিষ্ট্য। তা চিন্তাজগতের প্রথম সিঁড়ি, জ্ঞানজগতের আধার এবং যোগাযোগ, ভাষণ-বক্তব্য ও আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম। কিন্তু আল্লাহতায়ালা আরবি ভাষায় অহি অবতীর্ণ করায় সব ভাষার মধ্যে আরবি এক অনন্য মর্যাদার অধিকারী। আরবি ভাষায় সহজে পুরোপুরি সুস্পষ্ট ভাব বর্ণনা করা যায়। আরবি ভাষার এ বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি রয়েছে পবিত্র কোরআনেও। আল্লাহতায়ালা বলেন,

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ ﴿١٩٥﴾ ِ

সুস্পষ্ট আরবি ভাষায় আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি। (সুরা শুআরা : ১৯৫)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা আবুল হুসাইন আহমদ বিন ফারেস (রহ.) বলেন,

'আল্লাহ কোরআনকে বয়ান বা সুস্পষ্ট শব্দ দিয়ে অভিহিত করেছেন। এর দ্বারা বোঝা যায়, অন্য ভাষায় এ বৈশিষ্ট্য নেই এবং মানমর্যাদায় আরবি ভাষা সব ভাষার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।' (আস সাহিব ফি ফিকহিল লোগাহ : ৪/১)

আরবি ভাষা কি?

আরবি ভাষা (العَرَبِيَّة আল্-'আরাবিয়্যাহ্ বা عَرَبِي ʻআরাবি) সেমেটিক ভাষা পরিবারের জীবন্ত সদস্যগুলির মধ্যে বৃহত্তম। এটি একটি কেন্দ্রীয় সেমেটীয় ভাষা। হিব্রু ও আরামীয় ভাষার সাথে এ ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। আধুনিক আরবিকে একটি 'ম্যাক্রো ভাষা' আখ্যা দেয়া হয়; এর ২৭ রকমের উপভাষা ISO 639-3-তে স্বীকৃত।

আরবি ভাষার উৎপত্তি কোন দেশ থেকে হয়েছে?

আরবি ভাষার ইতিহাস 1,000 বছর আগে শুরু হয়েছিল যখন ক্লাসিক্যাল আরবি প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল। ধ্রুপদী আরবি ছিল মক্কার উপভাষা যা এখন সৌদি আরব । যেহেতু ভাষাটি আফ্রো-এশিয়াটিক পরিবার থেকে এসেছে, তাই এটি একটি সেমেটিক ভাষা হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।

আরবি ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

আরবি ভাষার উৎপত্তিঃ

আরবি ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর সেমিটিক ভাষাসমূহের একটি ভাষা। এটি প্রাচীন ভাষাসমূহের অন্যতম ভাষা । সকল ভাষাই আল্লাহর সৃষ্টি। মানব সৃষ্টির শুরু থেকেই ভাষার সৃষ্টি। অনেকের মতে হযরত আদম আলাইহিস সালাম সর্বপ্রথম আরবি ভাষায় কথা বলেন। আল্লামা জালালুদ্দিন আস-সুয়ুতির মতে- সর্বপ্রাচীন ও প্রথম ভাষা আরবী

ভাষা। কেননা জান্নাতে পরীক্ষার জন্য হযরত আদম আলাইহিস সালামকে যে শব্দ জ্ঞান ও ভাষা শেখানো হয়েছিল, তা ছিল আরবি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু/আনহা থেকে বর্ণিত। হযরত আদম আলাই সালাম-এর ভাষা ছিল আরবি।

দুনিয়ায় আসার পর তিনি সুরিয়ানি ভাষায় কথা বলেন। অতঃপর যখন তাঁর তওবা কবুল হয়, তখন আবার আরবি ভাষায় কথা বলতে থাকেন। তাঁর উপর আসমানি সহিফাগুলো আরবি ভাষায় নাযিল হয়। আব্দুল মালিক ইবনে হারিস-এর মতে আদম আলাইহিস সালাম যে ভাষা নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেন, তা ছিল আরবি। মানব জাতির আদি মানব-মানবী যেমন আরব ভূমিতেই আবির্ভূত হন, তেমনি আদি মানবগুষ্ঠির ভাষার সৃষ্টি ও এখানেই।

অনেক পণ্ডিত মনে করেন, ভাষা সৃষ্টির আগে মানুষ আকার, ইঙ্গিত, ইশারা, চিত্র ইত্যাদি ব্যবহার করে মনের ভাব প্রকাশ করতো। কিন্তু আমরা যদি আল-কুরআন পর্যালোচনা করি, তা হলে দেখা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের মানব জাতির সৃষ্টির বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছেন। সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, মানব জাতির সৃষ্টির পূর্বেই ভাষার সৃষ্টি ।

হযরত আদম আলাইহিস সালাম তদীয় সন্তান হযরত শীষ আলাইহিস সালামকে শিক্ষাদান করেন। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম তাঁর অনুসারীদের তুফানের বিষয়ে অবগত করান। তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মক্কায় বসবাস করেন। মক্কার ভাষা আরবি। সুতারাং সৃষ্টি সভ্যতার শুরু থেকেই আরবি-ভাষা স্বমহিমায় উদ্ভাসিত ও বর্তমান

প্রাচীন আরবি-ভাষার রূপরেখায় আমরা যা দেখতে পাই, সব সেমিটিয় ভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ব্যঞ্জন-বর্ণ দিয়ে গঠিত ধাতুরূপ বা শব্দমূল। প্রকৃতি আরব ভূমিকে দুইভাগে বিভক্ত করেছে। উত্তরে হেজাজ প্রদেশ, দক্ষিণে ইয়ামেন। তারাই ইয়ারুব

ইবনে কাহতান এর বংশধর। মদিনার আউস ও খাজরাজ যারা আনসার নামে অভিহিত তারাও কাহতানি আরব। হিজাজী আরবগণ পূর্বকাল থেকেই যাযাবর জাতি। ইয়েমেনের বাসিন্দারা 'হিমিয়ারী' নামে পরিচিত। নামে মাত্র হিমিয়ারীগণের অধীনে থাকলেও হেজাজস্থ যাযাবর আরব জাতির স্বাধীনতা চিরকালই অক্ষুন্ন ছিল।

দক্ষিণ আরবের ভাষা খ্রিষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে আবিসিনিয়গণ কর্তৃক হিমিয়ারী সাম্রাজ্য ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়। কিন্তু এই সময় হতেই উত্তর আরবস্থ হেজাজী ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে। এ হেজাজীয় ভাষাই এযাবৎকাল আরবি-ভাষা নামে অভিহিত হয়ে আসছে।

ভাষার উৎস মনের ভাব প্রকাশের প্রবল ইচ্ছা থেকেই। জীববিজ্ঞানের বিবর্তনের ইতিহাস এটা প্রমাণ করে যে, প্রাচীন ভাষাসমূহের অন্যতম ভাষা হলো আরবি। যদিও আরবি-ভাষার উৎপত্তির সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে কেউ যথার্থ কোন প্রমাণাদি উপস্থাপনে সক্ষম হননি।

ডক্টর আলী আবদুল ওয়াহিদ ওয়াফির মতে আরবি-ভাষা হিজাজ ও নজদ এলাকায় উৎপত্তি লাভ করে । আব্দুল মালিক ইবনে হাবীব-এর মতে- হযরত নূহ আলাইস সালাম-এর প্লাবনের পর জুরহুম নামক এক ব্যক্তি আরবী ভাষায় কথা বলেন।

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা জানতে পারি যে, আরবি -ভাষায় সর্বপ্রথম কথা বলেছিলেন হযরত আদম আলাইহিস সালাম। আল্লাহর আদেশ অমান্য করায় তিনি আরবি-ভাষা ভুলে যান। পরবর্তীতে তাঁর তওবা কবুল হলে তিনি পুনরায় আরবিভাষায় কথা বলেন। দীর্ঘদিন এ ভাষা প্রচলিত ছিল। কালের বিবর্তনে আরবি-ভাষা সুরানি বা সুরইয়ানি ভাষায় রূপান্তরিত হয়, যা আরবি-ভাষার বিকৃত রূপ । হযরত নুহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নৌকার সকল যাত্রী এই সুরইয়ানি ভাষায় কথা বলতেন। অন্য মতে,

জুরহুম নামক ব্যক্তির ভাষা ছিল আরবি। তাঁর পূর্বপুরুষরাও আরবিভাষায় কথা বলতেন।

অপরদিকে হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালামও আল্লাহ কর্তৃক আরবিভাষাপ্রাপ্ত হন। একটা পর্যায়ে জুরহুমের অধঃস্তন বংশধর বনু কাহ্তান হযরত ইসমাইল আলাইহিস সাল্লাম-এর বংশধরদের সাথে মিলিত হয়ে একত্রে বসবাস করে। তারা বনু ইসরাঈলের নিকট হতে আরবি-ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। এমনিভাবে আল-কুরআন নাজিলের পূর্ব পর্যন্ত আরবি-ভাষার ব্যবহার অব্যাহত থাকে। অদ্যাবধি আরবি প্রচলিত আছে, যা সেমিটিক ভাষাসমূহের মধ্যে একমাত্র জীবিত ভাষা।

আরবি ভাষার আরও ইতিহাস যদি দেখি,
"ইসলামের আবির্ভাবের ঠিক আগের যুগে আরব উপদ্বীপে আরবি ভাষার উৎপত্তি ঘটে। প্রাক-ইসলামী আরব কবিরা যে আরবি ভাষা ব্যবহার করতেন, তা ছিল অতি উৎকৃষ্ট মানের। তাদের লেখা কবিতা মূলত মুখে মুখেই প্রচারিত ও সংরক্ষিত হত। আরবি ভাষাতে সহজেই বিজ্ঞান ও শিল্পের প্রয়োজনে নতুন নতুন শব্দ ও পরিভাষা তৈরি করা যেত এবং আজও তা করা যায়। ইসলামের প্রচারকেরা ৭ম শতাব্দীতে আরব উপদ্বীপের সীমানা ছাড়িয়ে এক বিশাল আরব সাম্রাজ্য গড়তে বেরিয়ে পড়েন এবং প্রথমে দামেস্ক ও পরে বাগদাদে তাদের রাজধানী স্থাপন করেন। এসময় ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী এক বিশাল এলাকা জুড়ে আরবি প্রধান প্রশাসনিক ভাষা হিসেবে ব্যবহার করা হত। ভাষাটি বাইজেন্টীয় গ্রিক ভাষা ও ফার্সি ভাষা থেকে ধার নিয়ে এবং নিজস্ব শব্দভাণ্ডার ও ব্যাকরণ পরিবর্তন করে আরও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

৯ম ও ১০ম শতকে বাগদাদে এক মহান বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন সম্পন্ন হয়। সেসময় বিশ্বের অপরাপর প্রাচীন ভাষা, বিশেষত গ্রিক ভাষার বহু প্রাচীন বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক লেখা আরবিতে অনুবাদ করা হয়। এগুলিতে আবার আরবি চিন্তাবিদেরা নিজস্ব চিন্তা

সংযোজন করেন। পরবর্তীতে আরব স্পেনে এই জ্ঞানচর্চাই ইউরোপে মধ্যযুগের অবসান ঘটিয়ে রেনেসাঁসের সূচনা করেছিল। আরবিই ছিল ১১শ শতকে মনুষ্য জ্ঞানভাণ্ডারের বাহক ভাষা এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাচীন গ্রিক ও লাতিনের উত্তরসূরী। আরব সভ্যতা বলতে কেবল আরব জাতি বা ইসলামকে বোঝায় না; এই ভাষার মহিমা এই যে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর মানুষকে এটি আকৃষ্ট করেছিল। বিস্তীর্ণ আরব সাম্রাজ্যের নানা জাতের মানুষ আরবি ভাষার ছায়ায় এক বৃহত্তর সমৃদ্ধিশীল আরব সভ্যতার অংশ হিসেবে একতাবদ্ধ হয়েছিল। ৮ম শতক থেকে ১২শ শতক পর্যন্ত সংস্কৃতি, কূটনীতি, বিজ্ঞান ও দর্শনের সার্বজনীন ভাষা ছিল আরবি। ঐ সময়ে যারা অ্যারিস্টটল পড়তে চাইত, বা চিকিৎসাবৈজ্ঞানিক পরিভাষা ব্যবহার করতে চাইত, বা গাণিতিক সমস্যার সমাধান খুঁজত, বা যেকোন ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনায় অংশ নিতে চাইত, তাদের জন্য আরবির জ্ঞান ছিল অপরিহার্য।

আরবি ভাষা সেমেটীয় গোত্রের ভাষাসমূহের অন্তর্গত একটি ভাষা। অন্যান্য জীবিত সেমিটীয় ভাষাগুলির মধ্যে রয়েছে আধুনিক হিব্রু ভাষা (ইসরায়েলের ভাষা), আমহারীয় ভাষা (ইথিওপিয়ার ভাষা), এবং ইথিওপিয়ায় প্রচলিত অন্যান্য ভাষা। মৃত সেমিটীয় ভাষাগুলির মধ্যে আছে ধর্মগ্রন্থ তোরাহ-র প্রাচীন হিব্রু ভাষা, আক্কাদীয় ভাষা (ব্যাবিলনীয় ও আসিরীয়), সিরীয় ভাষা ও ইথিওপীয় ভাষা।

সব সেমেটীয় ভাষারই একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ব্যঞ্জন দিয়ে গঠিত ধাতুরূপ বা শব্দমূল। সাধারণত তিনটি ব্যঞ্জন নিয়ে একটি মূল গঠিত হয় এবং প্রতিটির একটি মূল অর্থ থাকে। তারপর এই মূলকে বিভিন্নভাবে পরিবর্তন করে (স্বরবর্ণ যোগ করে, উপসর্গ-মধ্যসর্গ-অন্ত্যপ্রত্যয় বসিয়ে) অন্যান্য কাছাকাছি অর্থের শব্দ সৃষ্টি করা হয়। উদাহরণস্বরূপ নেয়া যাক আরবি "সালিম" মূলটি, যার অর্থ নিরাপদ (আরও সঠিকভাবে সালিম মানে সে (পুরুষ) নিরাপদ ছিল।) এখান থেকে আমরা পাই সাল্লাম (সরবরাহ করা), আসলামা (সমর্পণ করা, জমা দেওয়া), ইস্তালামা (গ্রহণ করা), ইস্তাস্তালামা

(আত্মসমর্পণ করা), সালামুন (শান্তি), সালামাতুন (নিরাপত্তা) এবং মুসলিমুন (মুসলিম)। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে আরবি ভাষার শিক্ষার্থী সহজেই আরবি শব্দভাণ্ডারের জ্ঞান বৃদ্ধি করতে পারেন।

আরবিকে সাধারণত ধ্রুপদী আরবি, আধুনিক লেখ্য আরবি এবং আধুনিক কথ্য বা চলতি আরবি --- এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। ধ্রুপদী আরবি ৬ষ্ঠ শতক থেকে প্রচলিত ও এতেই কুরআন মাজিদ লেখা হয়েছে। আল-মুতানাব্বি ও ইবন খালদুন ধ্রুপদী আরবির বিখ্যাত কবি। আধুনিক লেখ্য আরবিতে আধুনিক শব্দ যোগ হয়েছে ও অতি প্রাচীন শব্দগুলি বর্জন করা হয়েছে, কিন্তু এ সত্ত্বেও ধ্রুপদী আরবির সাথে এর পার্থক্য খুব একটা বেশি নয়। আরবি সংবাদপত্র ও আধুনিক সাহিত্য আধুনিক লেখ্য আরবিতেই প্রকাশিত হয়। তাহা হুসাইন ও তাওফিক আল হাকিম আধুনিক লেখ্য আরবির দুই অন্যতম প্রধান লেখক ছিলেন।" (উইকিপিডিয়া)

আরবিভাষার ক্রমবিকাশঃ

পৃথিবীতে প্রায় ৭০০০-এর অধিক ভাষা বর্তমানে প্রচলিত। বর্তমান সময়ে ইংরেজি ভাষার আধিপত্য দেখা গেলেও সুপ্রাচীনকাল থেকে আরবি ভাষার আধিপত্য ও মর্যাদা আমরা দেখতে পাই। আরবি-ভাষার আধিপত্যের প্রমাণ আমরা জাহেলী যুগের কবিতা বা কাসিদায় পেয়ে থাকি। এ ভাষার বর্ণগুলো সুরাইয়ানি ও নাবাতানি ভাষা থেকে উদ্ভূত। জাহেলী যুগের বিখ্যাত সপ্তগীতিকা আরবি-ভাষার সমৃদ্ধি ও শব্দ ভাণ্ডার সম্পর্কে শক্তিশালী বার্তা বহন করে।

আরবি-ভাষার ক্রমবিকাশকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি !

ক. জাহেলী যুগ

খ. ইসলামী যুগ

গ. উমাইয়া যুগ

ঘ. আব্বাসী যুগ

ঙ. আধুনিক যুগ

জাহেলী যুগঃ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাব বা নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্ব সময়কে ‘আল-আসরুল জাহেলিয়াহ অর্থাৎ অজ্ঞতা ও অন্ধকারের যুগ নামে অভিহিত করা হয়। এ সময় পুত্তলিকতা ও অংশীবাদ ধারণায় তারা আচ্ছন্ন ছিল। স্বভাবজাতভাবেই তারা ছিল তীক্ষ্ণ জ্ঞানের অধিকারী। তাদের মধ্যে সাহিত্য চর্চা হতো। সাহিত্য চর্চা নিয়ে মেলা হতো। ওকাজ মেলায় সাহিত্য আসরে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ কবিতাসমূহ কাবাঘরে ঝুলিয়ে দেয়া হতো। শ্রেষ্ঠ কবি ও কবিতার জন্য পুরস্কৃত করা হতো। বংশীয় বা গোত্রীয় লোকজন এতে অহংকার প্রকাশ করত। তথ্য-প্রমাণাদির ভিত্তিতে-এর বর্ণনা পাওয়া যায়।

তাদের কবিতায় আরবি-ভাষার সৌন্দর্য বিকশিত হয়েছে। চঞ্চলা হরিণীর ন্যায় আরবি-ভাষা তার গতি প্রকৃতি ছড়িয়েছে। তৎকালীন বিখ্যাত কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন— ইমরুল কায়েস, আনতারা বিন সাদ্দাদ, কা’ব বিন যুহাইর, যুহাইর বিন আবি সালমা, আশা বাউনিয়া, লাবিদ বিন রাবিয়া প্রমূখ ।

ইসলামী যুগঃ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়্যত প্রাপ্তির পরবর্তী সময়কে ইসলামী যুগ হিসেবে অভিহিত করা হয়। তাঁর নিকট সমগ্র মানবজাতির জন্য জীবন বিধান

‘আল-কুরআন’ নাজিল হলে আরবি ভাষার সমৃদ্ধি ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি পায় ও মর্যাদার আসন অলংকৃত করে। আরবি ভাষার শব্দ ভাণ্ডার, ছন্দ, অলংকার সকল শাখায় পূর্ণতা লাভ করে।

আরবি ভাষার বিকাশে নতুন যুগের সূচনা ঘটে। যদিও এ সময় আরবি ভাষা লিখতে জানতেন মোট ১১ জন ব্যক্তি। তন্মধ্যে আবু সুফিয়ান-এর পরিবারেরই ছিলেন ৪ জন। উল্লেখ্য, বদর যুদ্ধে কাফেরদের মুক্তির শর্ত ছিল একজন কাফের দশ জন মুসলমানকে লেখা শেখাবেন অর্থাৎ সে সময় আরবি শেখারও প্রচলন ছিল।

অনেকের মতে, আরবি ভাষার সর্বপ্রথম লেখক হলেন ‘আম্বার’-এর অধিবাসী ‘মুররা বিন্ মুররা’ এবং ‘আসলাম বিন্ হাফরাহ্’’। কারো মতে ‘হার্ব বিন উমাইয়া বিন্ আবদে শাম্স্ । তিনি ‘হিরারত অধিবাসীদের কাছ থেকে শিখেছেন। হিরার অধিবাসীরা ‘আম্বার’-এর কাছ থেকে শিখেছেন। এ সময় আরবি লেখনীতে কোন নক্তা বা হরকত ব্যবহৃত হতো না ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়কালে ব্যাপক আকারে মুসলিমদের মধ্যে আল-কুরআন ও আল-হাদিস চর্চার ফলে আরবি ভাষা উৎকর্ষ অর্জন করে। বিখ্যাত কবি লাবিদ বিন্ রাবিয়া মন্তব্য করেন-

“আমার কাছে যেহেতু আল-কুরআন আছে; সুতরাং আর কোন কবিতা রচনার প্রয়োজন নেই”।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর বৃহৎ মুসলিম সাম্রাজ্যে ব্যাপকভাবে ধর্মীয় চর্চা শুরু হলেও আঞ্চলিকতার কারণে আল-কুরআন পঠনে

পদ্ধতিগত সমস্যা তৈরি হয়। হিজরি প্রথম শতাব্দিতে আরবি ভাষা নোক্তা বা নক্তা ছাড়াই লেখা হতো ।

জনৈক অনারব সুরা তাওবার ৩ নম্বর আয়াতে ! পাঠ করছিলেন।উক্ত আয়াতে রাসূলুহু শব্দের লাম-কে যের দিয়ে পড়লে জনৈক সাহাবী বিষয়টি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর দৃষ্টিগোচরে আনেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ভাষার শুদ্ধতা ও আল-কুরআনকে বিশুদ্ধ রূপে পঠনে সে সময়ের পণ্ডিত আবুল আসওয়াদ আদ্-দুয়ায়েলীকে সমস্যা নিরসনের দায়িত্ব দেন। তিনি বিভিন্ন বর্ণকে আলাদাভাবে বোঝানোর জন্য বিভিন্ন ফোঁটা (নোক্তা) এবং যবর, যের, পেশ, সাকিন তাশদীদ বুঝানোর জন্য বিশেষ চিহ্ন (হরকত) ব্যবহার করেন।

উমাইয়া যুগঃ

এই সময়ে নোকতার ব্যবহার শুধুমাত্র আল-কুরআন পাঠেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে মুসলিম সাম্রাজ্য সুদূর ইউরোপ-আফ্রিকা ছড়িয়ে পড়ে। আর দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে আরবিকে ঘোষণা করলে-এর প্রভাব আরো বৃদ্ধি পায়। দাপ্তরিক ভাষা হওয়ার কারণে আরবি ভাষাকে সর্বজনগ্রাহ্য করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

হিজরি দ্বিতীয় শতকে ‘খলিল বিন্ আহ্মদ’ অন্য একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করলেন। তিনি ফোঁটা বা নোকতার পরিবর্তে যবর বুঝানোর জন্য বর্ণের উপর বাঁকা ছোট্ট আলিফ, যের বুঝানোর জন্য বর্ণের নিচে ছোট্ট ইয়া দিলেন এবং পেশ বুঝানোর জন্য বর্ণের উপর ছোট্ট ওয়াও দিলেন। তানবিন বুঝানোর জন্য ছোট্ট করে দুইবার টান দিলেন। অতঃপর এই প্রক্রিয়া খলিফা ‘আব্দুল মালিক বিন্ মারওয়ান’-এর আমলে পরিপূর্ণতা লাভ করে।

আরব সাম্রাজ্যের বিস্তারের ফলে সিরিয়া প্রথম দেশ, যাদের ভাষা হয়ে যায় আরবি। এ সময় আরবি বর্ণমালা বিন্যাস করেন বিন্ আছিম আল লাইছি, ইয়াহয়া বিন ইয়ামুর

আল আদওয়ানি। ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে 'হাজ্জাজ বিন্ ইফসুফ'-এর নির্দেশে হরকত সংযোজিত হলে আরবি লেখনি পূর্ণতা অর্জন করে। সেই পদ্ধতি আজও বিদ্যমান।

আব্বাসী যুগঃ

জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ ছিল এটি। ব্যাপক আরবি ভাষা চর্চা ছাড়াও গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষার লিখিত অনেক বিখ্যাত ও মূল্যবান পুস্তক আরবিতে অনূদিত হয়। এ সময় পণ্ডিতরা বিশেষ পরিভাষাগুলো আরবি করার প্রয়াস পান। যাতে করে শব্দগুলো উৎপত্তিগতভাবে আরবিতে ব্যবহৃত হতে পারে। এ সময়কালের শুরুতেই আরবি ভাষা শিক্ষা দেয়ার জন্য লেখার কাজ শুরু হয়। ফলে আরবি ভাষা বই-পুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার স্তরে পৌঁছে। আরবি ব্যাকরণ, নাহু, সরফ, ধ্বনি বিজ্ঞান, ভাষা বিজ্ঞান, অলঙ্কারশাস্ত্র, অভিধানগত বইয়ের প্রকাশ ঘটে। এভাবে আরবি ভাষা প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

আধুনিক যুগঃ

সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনে আরবি ভাষা তেজোদ্দীপ্ত,যা আজ সমগ্র বিশ্বে সমাদৃত। শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখাতেই আরবি ভাষার কদর। ব্যবসায়িক বাজার দখল করার জন্য আরবী ভাষার সমৃদ্ধিও পরোক্ষভাবে অর্জিত হয়। আরব ভূমি ছাড়াও এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায় আরবি ভাষার যশ-খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। আরব প্রতিভা জগতকে জ্ঞানালোকে আলোকিত করার নিমিত্তে ব্যস্ত। বিশেষ করে সিরিয়া, লেবানন, লিবিয়া, মিসর প্রভৃতি দেশে আরবি ভাষা ও সাহিত্য চর্চা চরম উৎকর্ষ লাভ করে ।

মিসরীয় কথা সাহিত্যিক 'নাজিব মাহফুজ' আরবি ভাষায় তার 'ত্রয়ী' উপন্যাসের জন্য ১৯৮৯ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন। তার রচনাগুলোও আরবি ভাষাতেই ছিল। আরবি ভাষার বিকাশ ও উত্থান বর্তমানে আরও বেগবান।

আরবি শব্দ ভাণ্ডারের মণি-মুক্তায় তার উজ্জ্বলতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আরবি ভাষার রক্ষক স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন। আমরা জানি, আল্লাহ তাঁর জন্য আরবি ভাষাকে নির্বাচিত করেছেন। এছাড়াও আল-কুরআন, আল-হাদিস ও রাসূল সাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর ভাষাও আরবি। মুসলিম হিসেবে বিশ্বাস করি, পরকালের ভাষাও হবে আরবি। আরবি ভাষা ১ কোটি ২০ লক্ষ শব্দ ভাণ্ডার নিয়ে পৃথিবীর সকল ভাষা জগতে স্বমহিমায় বিকশিত হচ্ছে । পৃথিবীর একমাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষাও আরবি ভাষা।

আরবিই পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা

অস্থিরতা, অস্থিতিশীলতা, নানা সঙ্কটে জর্জড়িত বিভিন্ন দেশ। এইসব সমস্যা, জটিলতার মূলে রয়েছে মানুষের ভুল সিদ্ধান্ত, সংকীর্ণ চিন্তাধারা এবং সত্যপথ বিচ্যুতি। ভুলতথ্য, মিথ্যা ইতিহাস দ্বারা চালিত হচ্ছে জাতিরাষ্ট্র। সর্বত্রই 'বঙ্কিমীয় ইতিহাসে'র ছড়াছড়ি। গল্প, উপন্যাস, নাটক, চলচ্চিত্রই বর্তমান রাষ্ট্র ও সমাজের প্রধান উপজীব্য! অহির জ্ঞান, প্রভুর নির্দেশনা সেখানে গরহাজির, পুরোপুরি অনুপস্থিত। কল্পনার রাজ্যে অবগাহন করছে রাষ্ট্রের কর্ণধাররা। আর সত্যকে মিথ্যা বানাচ্ছে, মিথ্যা রূপান্তরিত হচ্ছে সত্যে। এ জন্যই সারা বিশ্ব আজ বাইবেলীয়, কৃষ্ণীয়, মার্কসিয় উপত্যাকায়।

মানুষ সৃষ্টির শুরু থেকে হযরত নুহ নবি পর্যন্ত সকল মানুষ একই ভাষায় কথা বলত। পরবর্তীতে মানববংশ বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রয়োজনের তাগিদে নতুন নতুন ভাষার পয়দা হয়। বাইবেলে উল্লেখ আছে, প্লাবনের পরে সমস্ত পৃথিবী এক ভাষাতে কথা বলত। সমস্ত মানুষ একই শব্দগুলি ব্যবহার করত। (বাইবেল, আদিপুস্তক ১১/১) এই সেই স্থান যেখানে প্রভু সমস্ত পৃথিবীর এক ভাষাকে অনেক ভাষাতে বিভক্ত করলেন। তাই এই স্থানটির নাম হলো বাবিল (বর্তমান ইরাক)। এইভাবে প্রভু তাঁদের সেই স্থান থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দিলেন। (বাইবেল, আদিপুস্তক-১১/৯) খ্রিস্টানদের স্বরচিত ধর্মগ্রন্থ বাইবেল ভাষার ইতিহাসের ক্ষেত্রে সত্যের একটি দিক উন্মোচন করেছে। অথচ

পুরো সত্য প্রকাশ করেনি। শ্লোক থেকে বুঝা যায় সেই প্রাচীনতম, সেই প্রথম ভাষার নাম বাইবেল রচয়িতরা ইচ্ছাকৃতভাবেই এড়িয়ে গেছেন।

তবে সত্যিকার ইতিহাস পর্যালোচনায়, প্রকৃত গবেষণায় এ সত্যটা বেরিয়ে এসেছে। আল্লামা জালালউদ্দিন আস সুয়ুতি বলেন, সর্বপ্রাচীন ও প্রথম ভাষা হলো আরবি। হযরত আদম আ.-কে জান্নাতে পরীক্ষার জন্য সর্বপ্রথম যে শব্দজ্ঞান ও ভাষা শেখানো হয়েছিল তা ছিল আরবি, এতে কোনো দ্বিমত নেই। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত জান্নাতে আদম আ.-এর ভাষা ছিল আরবি। কিন্তু ভুলবশত নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করার পর তিনি আরবি ভাষা ভুলে যান এবং তিনি সুরিয়ানি ভাষায় কথা বলতে শুরু করেন। অতঃপর যখন তার তাওবা কবুল হয় তখন তিনি পুনরায় আরবি ভাষায় কথা বলতে সক্ষম হন। পরবর্তীতে তিনি দুনিয়ায় আরবি ভাষায়ই কথা বলতেন। সকল আসমানি গ্রন্থ ও সহিফা আরবি ভাষায়ই অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু আম্বিয়ায়ে কিরাম তাঁদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ভাষায় তরজমা করে তাদেরকে সেই গ্রন্থের বাণী ও শিক্ষা পৌঁছান। আসমানি কিতাবসমূহের মধ্যে কেবল পবিত্র কুরআনই তার মূল ভাষা আরবিতে বহাল রয়েছে। (আল ইতফান ফি উলুমিল কুরআন. প্রথম খÐ, পৃ ১৩৬)

আবদুল মালিক ইবনে হাবিব (মৃত্যু ২২৮ হিজরি) এর বরাতে উল্লেখ আছে যে, সর্বপ্রথম আদম আ. যে ভাষা নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেন সেটি ছিল আরবি। (আল বুলগা ফি উসুলিল লুগাহ, নওয়াব সিদ্দিক খান) হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আল আযহারি র. (মৃত্যু ৩৭০ হিজরি) বলেন, মানুষ দুনিয়াতে আগমনের পূর্বেই আল্লাহ তায়ালা আদম আ.-কে আরবি ভাষা শিক্ষা দানের মাধ্যমে এ ভাষার সূচনা করেন।' আরবি ভাষা সবভাষার চেয়ে প্রাচীন ভাষা, এর বড় প্রমাণ হলো আল কুরআনের ভাষা আরবি। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৪, পৃ ১৭৪)

অতএব আরবিই প্রাচীনতম এবং দুনিয়ার প্রথম ভাষা। আরবি ভাষা থেকেই বর্তমান বিশে^র অপরাপর ভাষার উদ্ভব। বিখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. এস. এম. লুৎফর রহমান বলেন, ইউরোপের কোনো পাহাড়-পর্বত নয়; এশিয়ার আরব ভূমিই যে আদি আদম, আদি লিপি, আদি ভাষা ও গয়রহের পয়দা-স্থল, তা আধুনিক লিপিতত্ত্ববিদরাও

কবুল করেছেন। ... কেবল ব্রাহ্মী লিপি ও বৈদিক ভাষা নয়; সংস্কৃত লিপি, বৈদিক ভাষা এবং আর্যত্ববাদী ব্রাহ্মণ জনকওমের প্রাচীন পুরুষ-মহিলারা যে, সেমিটিক (আরব) অঞ্চল এবং সেমিটিক (আরবীয়) জনকওমের-ই অন্তর্ভুক্ত- ইউরোপ আর ইউরোপিয়নদের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই এবং ছিল না- তা স্পষ্ট।

মোটের ওপর মানব জাতির আদি মানব-মানবী যেমন আরব ভূমিতেই আবির্ভূত হন; তেমনি আদি মানবগোষ্ঠী, ভাষা ও লিপিরও পয়দায়েশ এখানেই। সেই হেতু যে-ভাষাগোষ্ঠীকে 'ইন্দো-ইউরোপীয় প্যারেন্ট স্পীচ' বলা হয়ে থাকে; তা আসলে 'সেমিটিক-প্যারেন্ট স্পীচ' বা 'সেমিটিক মূল ভাষা' বলা উচিত। নির্দিষ্ট অর্থে এই ভাষাটি 'আরবী', আরবীয় বা আরব্য। আর এই 'আরব্য' শব্দটিকেই ম্যাক্সমুলার বানানোর বিকৃতি ঘটিয়ে করেছেন- 'আর্য্য'।

অতএব, ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষা বা 'ইন্দো ইউরোপীয় প্যারেন্ট স্পীচ'- এর তরফে যত কথা, যত যুক্তি-ই দেয়া হোক না কেন; তা না- কবুল করার পক্ষে বহু যুক্তি আছে। (বাঙালীর লিপি ভাষা বানান ও জাতির ব্যতিক্রমী ইতিহাস দ্বিতীয় খন্ড ,পৃ ৭৬-৭৭) তিনি আরও বলেন, আর্য্য শব্দটি যে, আকাশ থেকে পড়েনি, 'আরব্য' শব্দ থেকে তৈরী এবং তা প্রাচীন আরবীয় জনপ্রবাহের দেশান্তর, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস ও ভাষাতত্ত্ব-ধ্বনিতত্ত্বের সাথে সংগতিপূর্ণ- তা স্পষ্ট। (ওই, পৃ ৭৬) অন্যত্র তিনি লিখেছেন, ইউরোপ, ইউরোপিয়ান, আর্য্য, আর্য্যান এর উৎসও আরবি, আরব্য, আরবিয় থেকে। (ওই, পৃ ৭৩-৭৬)

বিশ্ব রাজনীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থার দেউলিয়াত্ব ভাষার ইতিহাসের উপরও ভর করেছে। ভাষাবিজ্ঞানের সঠিক ইতিহাস নির্ণয়ে ভাষাবিদরা চরমভাবে ব্যর্থ। তারা ইচ্ছাকৃতভাবেই হোক, অনিচ্ছাকৃতভাবেই হোক আল্লাহর মনোনীত পথকে এড়িয়ে মরীচিকার পেছনে ঘুরে ফিরছেন। সত্যকে বাদ দিয়ে কল্পনার মিশেলে রচনা করছেন ভাষার ইতিহাস। তাই তাদের চিন্তা চেতনা, ভাবনা দৃষ্টিভঙ্গি ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা পরিবারে গিয়ে থেমে যায়।

সাম্রাজ্যবাদী চতুর চিন্তক ও ইউরোপীয় পন্ডিতদের উর্বর মস্তিষ্কের বিকৃত চিন্তাধারার ফসল হলো ইন্দো-ইউরোপীয় প্যারেন্ট স্পিচ। মূলধারার ভাষা পরিবার তথা সেমিটিক ভাষার বিরুদ্ধে একটি কাল্পনিক তত্ত্ব দাঁড় করানোই ছিল তাদের আসল এজেন্ডা। তাদের মনগড়া ভাষাতত্ত্ব, লিপিতত্ত্বই আধুনিক শিক্ষার বাহন হিসেবে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের পাঠ করতে হচ্ছে প্রাচ্য-প্রতীচ্যে। এই কাল্পনিক, বানোয়াট ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার উদ্ভব সম্পর্কে কবি গোলাম মোস্তফা বলেন, "১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের তদানীন্তন চিফ জাস্টিস এবং এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল এর প্রেসিডেন্ট স্যার উইলিয়াম জোনস- সোসাইটির এক বার্ষিক সভায় একটি মূল্যবান ভাষণ দান করেন। ওই ভাষণে তিনি ল্যাটিন, গ্রিক, ইংরেজি, ফরাসি, জার্মানি, পাহলবি, সংস্কৃত প্রভৃতি কতিপয় ভাষার অনেকগুলো শব্দ ও ধাতুরূপ বিশ্লেষণ করে দেখান যে, ওই সব ভাষার মূলে ঐক্য রয়েছে। তিনি তাই অনুমান করেন, ওই সব ভাষাভাষীজনেরা আদিতে একই স্থানে বাস করত এবং এক-ই ভাষায় কথা বলত। কালে কালে বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তারা নানা দেশে ছড়িয়ে পড়িতে বাধ্য হয়। এরূপেই বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ভাষার সৃষ্টি হয়। এই ইংগিত পেয়ে জার্মান পন্ডিতদের মনে এক নতুন চিন্তার উদ্রেক হলো। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় তারা প্রবৃত্ত হলেন। ম্যাক্সমুলার, বপ, কোলাপ্রথ প্রভৃতি পন্ডিত এই বিষয়ে বহু গবেষণা করলেন। অতঃপর ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে স্যার থমাস ইয়ং নামক জনৈক মিসরীয় ভাষাবিদ পন্ডিত আলোচ্য ভাষাগুলোকে 'ফ্যামিলি অব ইন্দো-ইউরোপিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ' বলে অভিহিত করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ওই সব ভাষাভাষী জনগণকে ইন্দো-ইউরোপিয়ান রেস নামে পরিচয় দেন। এরপরই ইন্দো-আর্য্য এবং আর্য্য নামের উৎপত্তি।" (উদ্ধৃতি: ওই, পৃ ৬১-৬২)

তথাকথিত প্রগতিবাদী ও সেক্যুলার ভাষা পন্ডিতদের মতে, প্রাগৈতিহাসিকালের মানুষদের কোনো ভাষা ছিলো না। তারা আকার ইঙ্গিতে, ইশারা সঙ্কেতে মনের ভাব বিনিময় করত। কিন্তু এটা বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। মানুষ পয়দা করেছেন মহান আল্লাহ তায়ালা। ভাষাও পয়দা করেছেন আল্লাহ। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করবেন আর কথা বলতে শিখাবেন না। এটা হতে পারে না। বরং মানবসৃষ্টির আগেই ভাষা সৃষ্টি

করেছেন তিনি। কারণ অহির কিতাবে থেকে আমরা আল্লাহ ও ফিরিশতাদের কথোপকথন লক্ষ করি। মহাকিতাব আল কুরআনে আল্লাহ বলেন, "সেই সময়ের কথা, যখন তোমার প্রভু ফেরেশতাদের বললেন, আমি মিশ্রিত পচা কাদার শুকনো মাটি দিয়ে 'মানুষ' সৃষ্টি করব। অতঃপর যখন আমি তার অবয়ব পূর্ণভাবে তৈরি করে ফেলব ও তাতে আমি আমার রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার প্রতি সিজদায় পড়ে যাবে" (সুরা হিজর ১৫/২৮-২৯)। তাছাড়া আল্লাহ প্রথম কলম পয়দা করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রসুল স. বলেছেন, "আল্লাহ্ তাআলা সর্ব প্রথম কলম সৃষ্টি করে তাকে বললেন- লিখ। কলম বলল- হে আমার প্রতিপালক! কী লিখব? আল্লাহ্ বললেন- কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী প্রত্যেক জিনিসের তাকদির লিখ।" অন্য বর্ণনায় এসেছে, কিয়ামত পর্যন্ত যা সংঘটিত হবে সব লেখ। (তাবারানি, ইবনু জারির, ইবনু আবি হাতিম, আহমাদ, তিরমিযি, আবু দাউদ, বায়হাকি এবং অন্যান্য) বিখ্যাত আলেম ইবনুল আরাবি বলেছেন- 'কলমের পূর্বে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা ছাড়া আর কিছুই ছিল না।' (আরেযাতুল আহওয়াযি) ভাষা না থাকলে কলম বা লেখার দরকারিতা বাতুলতা মাত্র। আদম আ.-কে সৃষ্টির মাধ্যমে দুনিয়াতে মানব বসতি শুরু হয়। আল কুরআন ও বাইবেলে আদম হাওয়া সৃষ্টি, জান্নাতে তাদের অবস্থান এবং পৃথিবীতে প্রেরণ সম্পর্কে আল্লাহ, ফিরিশতা, আদম ও ইবলিসের মধ্যে কথাবার্তার বিভিন্ন রেকর্ড আমরা দেখতে পাই। সেখানে কোনো ইশারা, ইঙ্গিত, প্রতীক, সংকেত ছিল না। সে ভাষা অতি মাধুর্যপূর্ণ, গাম্ভীর্যপূর্ণ, ব্যাকরণসিদ্ধ ও পান্ডিত্যপূর্ণ।

ঐতিহাসিক ড. এম. আবদুল কাদের বলেন, আদম আ. সর্বপ্রথম পয়গাম্বর। আল্লাহ তাঁর নিকট আসমানি প্রত্যাদেশসমূহ প্রেরণ করেন। ... আল্লাহ আদমকে কাবা নির্মাণের আদেশ দেন এবং জিবরাইল তাঁকে হাজ্জের আচার পদ্ধতি শিক্ষা দান করেন। (সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ প্রথম খন্ড, পৃ ১৫) আদম আ.-এর পর আল্লাহ ইদরিস, নুহ, হুদ, সালেহ, হুদ, ইবরাহিম, লুত, ইসহাক, ইসমাইল, ইয়াকুব, শুয়াইবসহ অগণিত নবি রসুল দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন বিপদগামী মানুষকে হেদায়েতের জন্য। ফিরিশতা, নবি, রসুলসহ বিভিন্ন যুগের মানুষেরা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করেছেন। এটা

কোনক্রমেই মেনে নেয়া যায় না। তারা সবাই-ই মার্জিত ভাষায় কথা বলেছেন- ইহা মেনে নিতে আমরা বাধ্য। তাছাড়া নুহের কওম, লুতের কওম, আদ জাতি, ইরাম জাতি, নমরুদের জাতি, ফিরাউনের জাতি প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর সুনির্দিষ্ট ভাষা ছিল।

আদম আ. মৃত্যুকালে শিষ আ. কে তার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। শিষ আ.-কে তিনি দিন ও রাতের সময় নিরূপণ পদ্ধতি শিক্ষা দেন। নুহ আ.-এর তুফানের খবর দিয়েছিলেন এবং দিনের প্রতি প্রহরান্তে নির্জনে বসে আল্লাহর ইবাদত করার হুকুম দিয়েছিলেন। ... তিনি মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত মক্কায় বসবাস এবং হাজ্জের অনুষ্ঠানাদি পালন করতেন। আদম আ.ও স্বয়ং তাঁর নিকট অবতীর্ণ বাণীগুলো (৫০টি সহিফা) সংগ্রহ করেছিলেন এবং তদনুযায়ী নিজের জীবন পরিচালনা করেন। (সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ দ্বিতীয় খন্ড, পৃ ৩৯৫-৩৯৬) অতএব সৃষ্টি সভ্যতার শুরু থেকেই ভাষা স্বমহিমায় বর্তমান। আর ভাষাটির নাম আরবি বা সামি।

আরবি বর্ণমালা সম্পর্কে ড. মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বলেন, আরবি, ফিনিসিয়ান, হিব্রু, আরমায়িক, সুরিয়ানি প্রভৃতি বর্ণমালা মূল সামি বা সেমিটিক বর্ণমালা হতে উদ্ভূত। পাশ্চাত্য লিপিবিদগণ অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছেন যে গ্রিক, লাতিন, ইংরেজি প্রভৃতি ইউরোপীয় বর্ণমালার উৎপত্তিও সেই মূল সামি বর্ণমালা হতে। কেউ কেউ প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, ভারতের ব্রাহ্মলিপিও এই সামি বর্ণমালা হতে উদ্ভূত হয়েছে। (সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ প্রথম খন্ড, পৃ ৭৪) এ-বিষয়ে, এ. সি. মুরহাউস ডৎরঃরহম অহফ ঞযব অষযধনবঃ গ্রন্থে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন-, 'বস্তুত বর্ণমালা আছে মাত্র একটি-ই। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র তাই ছড়িয়েছে এবং বিভিন্ন ছদ্মরূপ ধারণ করলেও মূলে যে তাই এক-ই, তাও চাক্ষুষ দেখানো যায়। হিন্দুদের পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থ সব-ই লেখা দেবনাগরী লিপিতে; মুসলিমদের কোরান লেখা আরবি লিপিতে, ওল্ড টেস্টামেন্ট হিব্রুতে এবং নিউ টেস্টামেন্ট লেখা গ্রিকে। এই সমস্ত লিপি বস্তুত এক-ই মূল উৎস থেকে উদ্গত এবং তার-ই নানান রূপভেদ মাত্র। খৃ.পূ. দ্বিতীয় সহস্রাব্দের শেষ দিকে নিকট-প্রাচ্যে বিশেষত সিরিয়া ও প্যালেস্তাইনে ব্যবহৃত ঈষৎ-ভিন্ন এক গুচ্ছ সেমিটিক বর্ণমালা

তাদের উৎসভূমি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।' মি. মুরহাউস আরও বলেছেন- 'সেমিটিক লিখনের আর-এক শাখা প্রাচীন ভারতের খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী বর্ণমালা।'

তবে লেখকের তৃতীয় বক্তব্যটি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি তাঁর বইয়ের তৃতীয় অধ্যায় শেষ করতে গিয়ে বলেছেন- 'এই অধ্যায় শেষ করার আগে আমরা সংক্ষেপে ইউরোপীয় লিপির উল্লেখ করব। দক্ষিণ সেমিটিক থেকে উদ্ভূত, সম্ভবত তা সাবা দেশীয় (সাবা আল কুরআন ও বাইবেলোক্ত রানি বিলকিসের দেশ)। এখানে স্বরবর্ণ-সমস্যা মেটানো হয়েছিল এই উপায়ে-সেমিটিক ব্যঞ্জন-চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, ব্যাঞ্জন যোগ 'অ' বোঝাতে; অন্যান্য স্বরবর্ণের জন্য বিশেষ মাত্রা যোগ করা হত- কিন্তু ডায়াক্রিটিক্যাল চিহ্নের মত পৃথক না থেকে তা স্থায়ীভাবে ব্যাঞ্জন-চিহ্নের সঙ্গে মিশে যায়।' (উদ্ধৃতি: বাঙালীর লিপি ভাষা বানান ও জাতির ব্যতিক্রমী ইতিহাস দ্বিতীয় খন্ড ,পৃ ৭৬-৭৭)

শব্দাবলী ও সমার্থবোধক শব্দাবলীর দিক দিয়ে আরবি অভিধান সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী। একটি বড় আরবি অভিধানে প্রায় ১ মিলিয়নেরও বেশি শব্দ থাকে। কেননা আরবি হল শব্দের ব্যুৎপত্তির ভাষা। যেমন ফরাসি শব্দের সংখ্যা ২৫ হাজার, ইংরেজি শব্দের সংখ্যা ১ লক্ষ আর আরবি মূল অক্ষর বা মাদ্দাহভিত্তিক শব্দের সংখ্যা ৪ লক্ষ। প্রসিদ্ধ আরবি অভিধান 'লিসানুল আরব' গ্রন্থে ৮০ হাজার মাদ্দাহভিত্তিক শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। যেগুলো হতে আরো অনেক শব্দ বের করা যাবে। (কওমী নিউজ, ৯ জানুয়ারি ২০১৬)

আরবি ভাষাতে সহজেই বিজ্ঞান ও শিল্পের প্রয়োজনে নতুন নতুন শব্দ ও পরিভাষা তৈরি করা যায়। ইসলামের প্রচারকেরা ৭ম শতাব্দীতে আরব উপদ্বীপের সীমানা ছাড়িয়ে এক বিশাল আরব সাম্রাজ্য গড়তে বেরিয়ে পড়েন এবং প্রথমে দামেস্ক ও পরে বাগদাদে তাঁদের রাজধানী স্থাপন করেন। এসময় ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী এক বিশাল এলাকা জুড়ে আরবি প্রধান প্রশাসনিক ভাষা হিসেবে ব্যবহার করা হত। ৯ম ও ১০ম শতকে বাগদাদে এক মহান বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন সম্পন্ন হয়। সেসময় বিশ্বের অপরাপর প্রাচীন ভাষা, বিশেষত গ্রিক ভাষার বহু প্রাচীন বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক লেখা আরবিতে অনুবাদ করা হয়। এগুলোতে আবার আরবি চিন্তাবিদেরা নিজস্ব চিন্তা সংযোজন করেন।

পরবর্তীতে আরব স্পেনে এই জ্ঞানচর্চাই ইউরোপে মধ্যযুগের অবসান ঘটিয়ে রেনেসাঁসের সূচনা করেছিল। আরবিই ছিল ১১শ শতকে মনুষ্য জ্ঞানভান্ডারের বাহক ভাষা এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাচীন গ্রিক ও লাতিনের উত্তরসূরী। আরব সভ্যতা বলতে কেবল আরব জাতি বা ইসলামকে বোঝায় না; এই ভাষার মহিমা এই যে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর মানুষকে এটি আকৃষ্ট করেছিল। বিস্তীর্ণ আরব সাম্রাজ্যের নানা জাতের মানুষ আরবি ভাষার ছায়ায় এক বৃহত্তর সমৃদ্ধিশীল আরব সভ্যতার অংশ হিসেবে একতাবদ্ধ হয়েছিল। ৮ম শতক থেকে ১২শ শতক পর্যন্ত সংস্কৃতি, কূটনীতি, বিজ্ঞান ও দর্শনের সার্বজনীন ভাষা ছিল আরবি। ওই সময়ে যারা আরিস্টোটল পড়তে চাইত বা চিকিৎসাবৈজ্ঞানিক পরিভাষা ব্যবহার করতে চাইত বা গাণিতিক সমস্যার সমাধান খুঁজত বা যেকোন ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনায় অংশ নিতে চাইত, তাদের জন্য আরবির জ্ঞান ছিল অপরিহার্য। (উকিপিডিয়া; ১২ ফেব্রুয়ারি ’১৭ ইং সংগৃহীত)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, নবি করিম স. বলেছেন, তোমরা তিন কারণে আরবিকে ভালোবাস, কেননা আমি আরবি ভাষাভাষি, কুরআন আরবি ভাষায় অবতীর্ণ এবং জান্নাতিদের ভাষা হবে আরবি। (শুয়াবুল ইমান, বায়হাকি, বুখারি) হযরত উমার রা. বলেন, তোমরা হাদিসের জ্ঞান অর্জন কর এবং আরবি ভাষার জ্ঞান হাসিল কর।’ অপর এক বর্ণনায় তিনি বলেন, তোমরা আরবি ভাষা শেখো কেননা, এটা তোমাদের দীনের অংশ। (ইবন আবি শায়বা)

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, গবেষক মোঃ আবু ইউসুফ বলেন, আরবি পৃথিবীর একটি পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধশালী সর্বশ্রেষ্ঠভাষা। প্রাচীন ভাষা হিসেবে মানুষের শিক্ষার ভাষা আরবি হওয়াটাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। আরবি ভাষার ন্যায় এত সমৃদ্ধশালী, মোহনীয়, সুমিষ্ট, চিত্তাকর্ষক ভাষা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই। এর প্রাঞ্জলতা, সাবললীতা, ভাবগাম্ভীর্য, নান্দনিকতা, সৃষ্টিশীলতা সবকিছুই এ ভাষাকে পৃথিবীর অন্যসব ভাষা থেকে স্বতন্ত্র মহিমায় দেদীপ্যমান করে রেখেছে। সুতরাং মর্যাদার দিক থেকে অন্যান্য ভাষার চেয়ে আরবি ভাষার গুরুত্ব অনেক বেশি। এমন মর্যাদাপূর্ণ ভাষার যথাযথ পরিচর্যা ও প্রয়োগ

ছাড়া বিশ্বায়ন পরিকল্পনা অবান্তর। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৪, পৃ ১৭৪- ১৮১)

বাংলা ও আরবি ভাষাতত্বের মধ্যে তুলনা

প্রাক কথন: ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে- মানুষ যে সকল ধ্বনি দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ
করে তাহার নাম ভাষা। আর বৈজ্ঞানিকভাবে ভাষার পঠন পাঠন বা
বিশ্লেষণকে ভাষা তত্ব বলা হয়। -(ড.মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ : ভাষার উৎপত্তি শহীদুল্লাহ রচনা বলি, আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ
সম্পাদিত, ৩য় খন্ড পৃ: ৪৩১) সুতরাং আরবি
ভাষার বৈজ্ঞানিক পঠন পাঠন বা বিশ্লেষণকে
আরবি ভাষা তত্ব বলা হয়। এ পৃথিবীতে মানব জাতির ভাষা অনির্ধারিত। তবে ড.মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, ২৭৯৬ টি ভাষা পৃথিবীতে প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে দুটি ভাষা নিয়ে তুলনামুলক আলোচনা করা হলো।

যথা: ১. বাংলা ভাষাতত্ত্ব ২. আরবি ভাষাতত্ত্ব।

পৃথিবীর ভাষাগুলো কতটি গুচ্ছে বিভক্ত তাও মতবিরোধের উর্ধ্বে নয়। আল্লামা শিবলী নুমানী ও আল্লামা সৈয়দ সুলায়মান নদভী ভাষা পরিবারকে তিনটি শ্রেণীতে
বিভক্ত করেন। যথা:-

ক. আর্য বা ইন্দো-ইউরোপীয় যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বাংলা, সংস্কৃত, ফরাসী, ল্যাটিন, ইংরেজী ইত্যাদি।

খ. সেমেটিক/হেমেটিক যার অন্তর্ভুক্ত হলো হিব্রূ, আরামী, আরবি ইত্যাদি।

গ. তুরানী বা মঙ্গোঁলীয়া যার মধ্যে চৈনিক, জাপানী, তুর্কী ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত। -(শিবলী নুমানী: মাকালাতে শিবলী, ২য় খ. (আদাবী) আযমগড়, ১৯৫০ পৃ. ১)

আরবি ও বাংলা ভাষাতত্বের মধ্যে তুলনা:

আরবি ভাষাতত্ত্ব: আরবি ভাষাতত্বের আরবি প্রতিশব্দ فقه اللغة এবং শব্দটি فقه لغة শব্দদ্বয়ের সমষ্টি। فقه শব্দটির অর্থ বুঝা, উপলব্ধি করা, জ্ঞান, বুদ্ধি শাস্ত্র ইত্যাদি। আর لغة শব্দটি একবচন বহুবচনে لغى -لغات -ইত্যাদি অর্থ ভাষা। সুতরাং অর্থ ভাষাশাস্ত্র বা ভাষাতত্ত্ব।

পারিভাষিক পরিচয়: ভাষাতাত্ত্বিক ড. মোঃ আবু সিক্কিন বলেন-

هو منهج للبحث استقرائى و صفى يعرف به أصل اللغة التى يراد درسها و موطنها الأول و فضيلتها وعلاقتها بالغات المجاورة أو البعيدة الشقيقة أو الاجنبية وخصائصهاوعيبها ولهجاتها.واصواتها وتطور دلالتها ومدى نهائها وقرائة وكتابة

(.ড.মুহাম্মদ আব্দুল হামিদ আবু সিক্কিনفقه اللغة পৃ নং ৫)

২. সাইয়েদ কাদিরের মতে,ভাষার উদ্ভব ও ক্রম বিকাশ এবং ভাষার ধ্বনি সংগঠন, ধ্বনি পরিবর্তন, ধ্বনি সমাবেশে অক্ষর সৃষ্টি, অক্ষর মিলনে শব্দ ও বাক্য নিরূপণ, অর্থের পরিবর্তন প্রভৃতি পরীক্ষা করে ভাষার অন্তর্গত স্বরূপ

বিশ্লেষণ করাই ভাষাতত্ত্বের কাজ।

৩. ভাষাতত্ত্ব হলো এমন একটি সামগ্রিক
বর্ণনামূলক পদ্ধতি বা আলোচ্য বিষয়, যার
সাহায্যে ভাষার প্রথম বা আদি বাসস্থান, তার
শাখা-প্রশাখা ও পার্শ্ববর্তী অথবা দূরবর্তী একই
মূলের বা ভিন্ন দেশের ভাষাসমূহের সাথে এর
সম্পর্ক, এর ধ্বনি বৈশিষ্ট্য, একক বা যৌগিক
শব্দরীতি, বাকভঙ্গির উপাদানসমূহ, অর্থ নির্দেশে
ক্রমোন্নয়ন ও এর ক্রম বিকাশের দীর্ঘ সময়ের
রীতি যা মৌখিক ও লিখনের মাধ্যমে জানা যায়। এটি ড.মুহাম্মদ আবু সিক্কীন এর মত।

আরবি ভাষাতত্ত্বের উৎপত্তি: ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, ইসলামের প্রথম শতাব্দীতেই
আরবি ভাষাতত্ত্বের উৎপত্তি হয়। ইসলামের বাণী যখন হেজাজের ভূমি পার হয়ে বিজয়ী বেশে অন্যান্য দেশে প্রবেশ করে, তখন
নব বিজীত দেশের লোকেরা আরবি শিখতে
লাগল। এক লোক পবিত্র কোরাআনের

ان الله برى من المشركين و رسو له

(সুরা তাওবা আয়াত নং ৫)

এর মধ্যে رسوله শব্দের لام-এ যের দিয়ে পড়লে ঘটনাটি হযরত আলী (রা:) এর নিকট উত্থাপিত হয়, তিনি কুরআন ও আরবি ভাষাকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষার জন্য ابوالا سواد الدويلى-কে কতিপয় নিয়ম তৈরির নির্দেশ দেন। অতঃপর তিনি এই ব্যাপারে কতগুলো নিয়ম

কানুন তৈরী করার ফলে ভাষাতত্ত্বের উদ্ভব হয়।

-((আ ত ম মুসলেহ উদ্দীন আরবি সাহিত্যের ইতিহাস ১৮৯)

আহমদ হাসান যাইয়্যাত-ভাষাতত্বের সর্ব প্রথম গ্রন্থ রচনাকারী আবুল আসওয়াদ আদদুয়াইলীকে স্বীকার করেন এর নির্দেশদাতা ইরাকের শাসনকর্তা 'যিয়াদ' যেমন-

والى الاوليين يرجع الفضل فى تكوينه و تدوينه فمنهم ابو الاسود الدو لى و اوضعه .

-(আহমদ হাসান যাইয়্যাত, তারীখূল আদাবিল আরবি, পৃ নং ২৬৭)

আরবি ভাষার ক্রমবিকাশ:

আবুল আসওয়াদ দুয়াইলির পর আরবি ভাষাতত্বেও বিকাশ ঘটতে থাকে এবং এ কাজে মনোনিবেশ করেন এক ঝাক ভাষা বিজ্ঞানী তন্মধ্যে-

مدرسة البصرة مدرسة الكوفة ومدرسه بغداد وغيرها

অত্র বিদ্যালয়ের ভাষাবিদরা নাহু- ছরফ ছাড়া ও অসংখ্য শব্দ নিয়ে গবেষণা করেন। এ সম্পর্কে আহমদ হাসান যাইয়্যাত বলেন,

ثم تناول منهم ادباء البصرة و الكوفة فكلموه وفصلوه

এ ক্ষেত্রে বসরা গবেষকগণ যথেষ্ট অবদান রাখেন। -(প্রগুক্ত হাসান যাইয়্যাত পৃ নং ৮)

ইতিহাসবিদ গোল্ড জিহার বলেন, The phlogist of the school of basara did not deal with the kmothy problems of grammar only but also they research into problems of Arabic Vocabulary.

বসরার ভাষাবিদগণ: আরবি ভাষাতত্ত্বে বসরার যেসব ভাষাবিদ অবদান রেখেছেন তারা হলেন আবুল আসওয়াদ আদ দোয়াইলি, খলিল ইবনে আহমদ আল ফরাহিদী, সিবওয়াইহ, আবু আমর ইবনে আলা, আবুল খাত্তাব আল আখফস, ইবনে দুরাইদ আল মুর্বারাদ, ইত্যাদি।

কুফার গবেষকগণ: এর পর কুফার গবেষকদের মধ্যে যারা আরবি ভাষাতত্বে অবদান রাখেন তারা হলেন- আল কিসাই, আল ফররা আস সা'লাব, আবু বকর আল আনবারী। এর পর বাগদাদের বিদগ্ধ পন্ডিতদের কথা না বললেই নয়। বাগদাদের ভাষা তত্ববিদদের মধ্যে যারা

অসামান্য অবদান রেখে চির অমর হয়ে রয়েছেন তারা হলেন আবুল কাসেম আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক আয যুজাযী, আবু আলী আল হাসান

ইবনে আহমদ আল ফারেসী, আবুল ফাতাহ

উসমান ইবনে জিন্নী, আজ যুবাইদী ইবনুল

আখফাস প্রমূখ। এভাবে হাজার হাজার আরবি ভাষাতত্ববিদ

আরবি ভাষা বিকাশে অবদান রাখেন।

আরবি ভাষার বিবর্তন রূপ স্থান ও উৎস:

ভাষা তত্ববিদগণের মতে- পৃথিবীর সমস্ত ভাষা তিনটি ভাষার অর্ন্তভূক্ত আর আরবি হল তার মধ্যে প্রাচীন ও নুহ আ: পুত্র সাম তথা সেমেটিক ভাষার অর্ন্তগত। পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলিমসহ আরবদেশ

গুলোর লোকেরা আরবি ভাষা ব্যবহার করে। আরবি ভাষাভাষী জনসংখ্যার দিক থেকে ৬ষ্ঠ

স্থানে অবস্থান করছে। প্রফেসর আর এ নিকলসন প্রাচীন উপভাষাগুলোর প্রাপ্ত সাহিত্যাদি ও উৎকীর্ণ লিপি ইত্যাদি

বিবেচনান্তে কালানুক্রমিক বিন্যাসে ভাষাগুলোর নিম্নরূপ একটি তালিকা প্রণয়ন করেছেন। যথা:

১. বিলিয়ন বা অ্যাসিরিয়ান (৩০০-৫০০ খৃ, পূ.)
২. হিব্রু (১৫০০ খৃ. পূ.)
৩. দক্ষিণ আরবি (৮০০ খৃ. পৃ:)
৪. আরমাইক বা আরামী (৮০০ খৃ. পৃ.)
৫. ফেনিশিয়ান বা ফীনীকী (৭০০ খৃ. উৎকীর্ণ লিপি)
৬. ইথিওপিক বা হাবশী (৩৫০ খৃ. তে বা পরে)
৭. আরবি (৫০০ খৃ হতে)

মূল সামী ভাষা হতে নির্গত ভাষাগুলোর তালিকা প্রদত্ত হলো:

পশ্চিম-পূর্ব, দক্ষিণ-পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম ব্যবিলনিয়ন ও এ্যসিরিয়ন, হাবশী আরবি, নবতী, কানআনী, আরামী, দক্ষিণ আরবি, উত্তর আরবি, হিব্রf, ফেনিশিয়ান, সুরয়ানী, আরবি-ই-মূবিন (ফীনীকি) (সিরিয়ক)।

আরবি ভাষার উৎপত্তি ও ক্রম বিকাশ: পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষাগুলোর মধ্যে অন্যতম হল আরবি। ঠিক কখন থেকে আরবি ভাষা উৎপত্তি লাভ
করেছে এবং পৃথিবীতে বিকাশ লাভ করে তার কোন সঠিক বর্ণনা ইতিহাসবিদগণ নিরব। তবে ড. আলী আব্দুল ওয়াহিদ ওয়াফী উল্লেখ
করেছেন যে, আরবি ভাষা হিজায ও নজদ
এলাকায় উৎপত্তি লাভ করে।

এর সূচনা কাল নিয়ে মতভেদ রয়েছে:

১. পৃথিবী সৃষ্টির পর মানব অঙ্গনে সর্ব প্রথম যিনি আরবি ভাষায় কথা বলেছেন- তিনি হলেন হযরত আদম আঃ এ প্রসঙ্গে ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন,

ان ادم عليه السلام كان لغته فى الجنة العربية فلما عصى سلبه الله العربية فتكلم بالسريا نية فلما تاب رد عليه العربية

২. আব্দুল মালিক ইবনে হাবিব (মৃত ৮৭৪খৃ) নুহ আঃ এর মহা প্লাবনের পর 'জুরহুম' নামক এক

ব্যক্তি আরবি ভাষায় কথা বলেছিলেন।

৩. নবী করিম (সাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস হতে জানা যায়

-أول من فتق العربية لسانه با
لعربية المتينة إسماعيل عليه السلام وهم ابن عشرة سنة

৪. এ বর্ণনার স্বপক্ষে আরেকটি বর্ণনা

উল্লেখযোগ্য, মুহাম্মদ ইবনে সালাম (মৃ ৮৪৬খৃ) বলেন

-اول من تكلم اسماعيل عليه السلام

আরবি ভাষায় যিনি সর্ব প্রথম কথা বলেছিলেন তিনি হলেন আল্লাহর নবী ইসমাইল আ:

এবং তিনি পিতার ভাষা ভুলে গিয়েছিলেন।

৫. আল্লামা জালাল উদ্দীন সূয়ূতী (রহঃ) (মৃ ১৫০৫) বায়হাকী শরীফের উদ্বৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন নবী করিম সা: বলেছেন,

اللهم إسماعيل –عليه السلام اللسان العربى الهاما

ইসমাইল আ: অন্তরে আরবি ভাষার প্রেরণা প্রদত্ত হয়।

উপরোক্ত আলোচনায় সুস্পষ্ট হলো যে, আরবি ভাষায় সর্বপ্রথম কথা বলেছিলেন আদম আঃ

তিনি আল্লাহর আদেশ অমান্য করার কারনে

আল্লাহ তাঁর নিকট হতে আরবি ভাষা ছিনিয়ে

নেওয়া হয়। এবং তওবা করার ফলে পূণরায় তাকে আরবি ভাষা দান করা হয়। দীর্ঘদিন এ ভাষা প্রচলিত ছিল। কালক্রমে আরবি ভাষা সুরইয়ানী ভাষায়

রূপান্তরিত হয়। সুরইয়ানী ভাষা আরবি ভাষারই একটি বিকৃত

রূপ। আর নুহ আ: এর নৌকার সকল যাত্রীই এ ভাষায় কথা বলতেন। তবে জুরহুম নামক এক ব্যক্তি যার ভাষা ছিল আরবি, তার উত্তর পুরূষদের মধ্যে এ ভাষা

প্রচলিত ছিল। অপরদিকে হযরত ইসমাঈল (আ:)ও আল্লাহ

কর্তৃক আরবি ভাষা প্রদত্ত হন। এবং তার বংশধররাই এক পর্যায়ে জুরহুমের

অধঃস্তন বংশধর বুন কাহতান হযরত ইসমাঈল (আ:) এর উত্তর পুরূষের সাথে মিলিত হয় এবং

একত্রে বসবাস করতে হয়। বনি ইসরাঈলের নিকট হতে তারা আরবি ভাষা শিক্ষা করে। এমনিভাবে কুরআন নাযিলের পূর্ব পর্যন্ত আরবি ভাষার ব্যবহার অব্যাহত থাকে। ক্রমান্বয়ে আজ পর্যন্ত আরবি ভাষার প্রচলন হয়ে আসছে।

আরবি ভাষাতত্বের আলোচ্য বিষয়:

ভাষার সাংগঠনিক উপাদান বিভিন্ন হওয়ার কারনের

মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হল:

১. ভাষার উৎপত্তি।

২. ভাষার অস্তিত্ব (উপভাষা এর অর্ন্তভুক্ত)।

৩. ধ্বনিতত্ব বা ইলমুল আসওয়াত।

৪. অর্থ তত্ব।

৫. বাক্য তত্ব।

৬.. শৈলী তত্ব।

৭. ব্যুৎপত্তিতত্ব।

৮. সমাজ ভাষাবিজ্ঞান।

৯. মনোবিজ্ঞান।

১০. কম্পিউটারীয় ভাষাতত্ব।

১১. শিক্ষামূলক ভাষাতত্ত্ব।

১২. অভিধান বিদ্যা।

১৩. উচ্চারণীয় পরীক্ষণ বিদ্যা।

১৪. বিজ্ঞাপনী ভাষাতত্ব।

১৫. ভাষার খুঁটিনাটি বিষয় পরীক্ষা।

১৬. জীবতাত্ত্বিক ভাষাবিজ্ঞন।

১৭. জাতিগত ভাষাবিজ্ঞান।

১৮. গাণিতিক ভাষাবিজ্ঞান।

১৯. স্নায়ুতন্ত্রীয় ভাষাবিজ্ঞান।

২০. দার্শনিক ভাষাবিজ্ঞান।

আরবি ভাষার বৈশিষ্ট্য সমূহ: আরবি ভাষা সামী ভাষা সমূহের মধ্যে একটি শাক্তিশালী, সমৃদ্ধ ও

উন্নত ভাষা। এ ভাষা বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্টের কারনে

অনুপম হয়ে আছে। যথা:

১. ড. অবূ সিক্কীনের মতে, আরবি ভাষা

সেমেটিকদের আদি ভূমিতে লালিত পালিত ও
পরিপুষ্ট হয়েছে।

২. এ আরবি ভাষার লালন পালন জগৎবিছিন্ন
স্থানে হওয়ার কারনে সেটি অধিকতর পরিশুদ্ধ
হয়েছিল।

৩. আরবি ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট হল- পবিত্র কুরআন এই ভাষাতেই নাজিল হয়েছে।

৪. এটি সবচেয়ে প্রাচীনতম ভাষা যেহেতু এটি
আল্লাহর ভাষা।

৫. মোস্তফা সাদিক আর রাফেয়ী বলেন- এই আরবি ভাষাকে আরবি ভাষা করে নামকরণ করা হয়েছে এজন্য যে আরবি ভাষা দ্বারা কোন
বর্ণনাকে বিশদভাবে বর্ণনা দেওয়া যায়।

৬.الحركات والاعراب

৭.الالفاظ المترادفة

৮.الالفاظ ا لجامع والمانع

৯.دقة التعبير

১০.الايجاز والاعجاز الأمثال

১১. আরবি ব্যাকরণ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ
অনেকাংশ ক্রটি মুক্ত বিজ্ঞান।

১২. সেমেটিক ভাষাসমূহের মধ্যে আরবি ভাষা
জীবিত। আর বাকি সব মৃত প্রায়।

১৩. আরবি ভাষা জাতিংঘের অন্যতম ভাষা।

১৪. এ ভাষার অধিকাংশ শব্দ ৩ বর্ণে গঠিত।

১৫. ক্রিয়ার পদের কাল নির্ণয় জ্ঞাপক দুইটি রূপ আছে।

১৬. ভিন্ন ভিন্ন সর্বনাম লিঙ্গবচনের পরিবর্তনে
সর্বনামেরও পরিবর্তন ঘটে।

১৭. সংখ্যাবাচক শব্দের জন্য বিশেষ নিয়ম
নির্ধারিত।

১৮. ভাষার বর্ণমালাগুলোতে কণ্ঠনালীর বর্ণের
আধিক্য আছে।

১৯. এই ভাষার শব্দের আধিক্যতার কারনে
অর্থেরও আধিক্য বুঝায়।

২০. এর দুটি রূপ পু:লিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ। স্ত্রীলিঙ্গের নির্দিষ্ট নিদর্শন রয়েছে। এছাড়া ও শত বৈশিষ্টে আরবি ভাষা সকল
ভাষার মাঝে অনন্য।

প্রচীন নিদর্শন: আরবি ভাষার প্রচীন নিদর্শন
হলো জাহেলী যুগের ”সাবয়ুল মুয়াল্লাকা”তথা
সাতটি ঝুলন্ত কবিতা। আর শ্রেষ্ট নিদর্শন মহাগ্রন্থ আল কুরআন। মুয়াল্লাকাগুলো জাহেলী যুগে কা’বার দেয়ালে
ঝুলিয়ে রাখত। জাহেলী কবিরা যেমন, ইমরুল কায়স, যুহাইর
ইবনে আবি সুলমা, আনতারা ইবনে সাদ্দাত,
আমর ইবনে কুলছুম, নাবিগা যুবইয়ানি প্রমুখের কবিতাগুলো এতে স্থান পায়।

বাংলা ভাষাতত্ত্ব: সাধারণত ভাষার বিশ্লেষণকে
ভাষাতত্ত্ব বলা হয়। ভাষাতত্ত্বে কোনো ভাষার বিভিন্ন স্তরের ধ্বনি রূপ ও পদের সংগঠন বিশ্লেষণ করা হয়।

ভাষাবিজ্ঞান: প্রখ্যাত বাংলা সাহিত্যিক ও ভাষাবিজ্ঞানী ড. হুমায়ুন আজাদ বলেন: ভাষাবিজ্ঞান বা ভাষার বিজ্ঞান, ভাষা বিষয়ক একভিন্ন উপাত্ত
সংগ্রহ, ওই উপাত্তের আভ্যন্তর শৃঙ্খলা উদ্ঘাটন এবং ওই শৃঙ্খলা সুস্পষ্ট সুত্রের সাহায্যে প্রকাশ
করা ভাষা বিজ্ঞানের কাজ। সুতরাং বাংলা ভাষাতত্ত্ব হলো, বাংলা ভাষার
বিশ্লেষন এবং বাংলা ভাষার বিভিন্ন স্তরের ধ্বনি-রূপ ও পদের সংগঠন বিশ্লেষন করা।

বাংলা ভাষাতত্ত্বের/ব্যাকরণের উৎপত্তি সময়কাল: পর্তুগিজ পাদ্রি

মনোএল দা আসসম্পসাঁউ রচিত ও ভোকাবুলারি ও এম ইদিওমা বেনগল্লাই পর্তূগিজ গ্রন্থেও

ব্যাকরণ অংশই বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ,

কিন্তু এটি প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থ নয়। এটি ১৭৩৪ খ্রিষ্টাব্দে রচিত। ১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগালের রাজধনী লিসবন

শহর থেকে রোমান লিপিতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

হয়। বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থ নাথিয়েল

ব্রাসি হ্যালহেড রচিত। এই গ্রন্থটি ১৭৭৬ খৃ. প্রধানত ইংরেজি অংশ

বাংলায় রচিত এবং ১৭৭৮ খৃ. হুগলি থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এরপর উইলিয়াম কেরি ১৮০১ সালে

গঙ্গাঁকিশোর ভট্রাচার্য ১৮১৬ সালে, কিথ সাহেব

১৮২০ সালে বাংলা ব্যাকরণ রচনার প্রয়াস পান। কিন্তু এই সবগুলোই ইংরেজি ভাষার লেখা

১৮২৬ সালে রাজা রামমোহন রায় ইংরেজিতে

বাংলা ব্যাকরণ লেখেন। এরপর তিনি ১৮৩৩ সালে স্কুল বুক সোসাইটির জন্য ওই গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করে নাম দেন

গৌড়ীয় ব্যাকরণ সে বিচারে এই গ্রন্থটি প্রথম

বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থ।

বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ: ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা ভাষার উৎপত্তিকাল সম্পর্কে

বলেন, বাংলা ভাষা সপ্তম শতাব্দীতে জন্ম লাভ

করে। স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন, সুনীতিকুমার

চট্রোপাধ্যায়সহ অধিকাংশ পন্ডিত বলেছেন, দশম শতাব্দীতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি। হাজার বছর আগে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা

রূপান্তরিত বঙ্গীয় আদলে জন্ম নিয়েছিল এক

মধুর কোমল বিদ্রোহী প্রাকৃত। তার নাম বাংলা। ওই ভাষাকে কখনো বলা হয়েছে 'প্রাকৃত'কখনো বলা হয়েছে গৌড়ীয় ভাষা। কখনো বলা হয়েছে বাঙ্গলা বা বাঙ্গালা। এখন বলি "বাংলা"। ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন দশম শতকে ৯০০ থেকে ৯৫০ খ্রি. এর কাছাকাছি

সময়ে মাগাধি অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম। কিন্তু ড. মু শহীদুল্লাহ মনে করেন, সাত শতকে

৬০০খ্রি. এর কাছাকাছি সময়ে গৌড়িয় অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম। প্রথম থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সময়ের বাংলা ভাষাকে তিন যুগে ভাগ করা হয়। যেমন:

১. প্রাচীন যুগ: ৬৫০-১২০০ খ্রী. পর্যন্ত।

২. মধ্যযুগ: ১২০০-১৮০০ খ্রী. পর্যন্ত।

৩. আধুনিক যুগ: ১৮০০-থেকে বর্তমান পর্যন্ত।

এর মধ্যে ১২০০-১৩৫০ খ্রী. পর্যন্ত কালকে সন্ধি যুগ বা অন্ধকার যুগ ধরা হয়। তবে বর্তমান গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে এ যুগ অন্ধকার যুগ নয়।

বাংলা ভাষা পরিবার, স্থান ও বিবর্তন: বাংলা

ভাষা ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর অর্ন্তভূক্ত। এটি পৃথিবীর প্রধান ভাষা সমূহের মাঝে মাতৃভাষার বিবেচনায় ৪র্থ স্থান দখল করে আছে। নিম্নে কয়েকটি প্রধান ভাষা ও তার স্থান এবং

প্রধান দেশ সমূহের নামের তালিকা দেয়া হল:

১. চৈনিক (মেন্ডারিন, বাউ কেন্টোনেসে) চীন,

তাইওয়ান, থাইল্যান্ড।

২. স্প্যানিশ (স্পেন, ইতালি, আমেরিকা)

৩. ইংরেজি (আমেরিকা, যুক্তরাজ্য)

৪. বাংলা (বাংলাদেশ, ভারত)

৫. আরবি (সৌদি আরব, মিশর ইরাক, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, আরব আমিরাত)

৬. হিন্দি (ভারত)

৭. পর্তুগিজ (পর্তুগাল, ব্রাজিল)

মূলত বাংলা ভাষা মাগধী প্রাকৃতের অপভ্রংশ
থেকেই কালাক্রমে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে উৎপত্তি লাভ করে। নিম্নে বাংলা ভাষার বিবর্তনের রূপ রেখা তুলে
ধরা হল:

ইন্দো-ইউরোপীয়

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ২টি শাখা কেন্তম ও সতম (৩৫০০ খ্রী.পূ.)।

সতম আবার ৪ প্রকার। যথা- ১. আলবানিক ২. আর্মানিক ৩. বাল্টোস্লাডিক ৪. আর্য (২৫০০ খ্রী.পূ.)

আর্য আবার ৩ প্রকার। ১. দারদিক ২. ইরানিক ৩. ভারতীয় (১২০০-১৫০০ খ্রী.পূ.) ভারতীয় আবার ২ প্রকার। যথা-

১. বৈদিক (ঋগে¦দ)

২. প্রাক-ভারতীয় আর্য (১০০ খ্রি.পূ.)

প্রাচীন আর্য (আদিম প্রাকৃত ৮০০ খ্রি.পূ.) ৫ ভাগে বিভক্ত। ১.প্রাচীন উদীচ্য ২. প্রাচিন শৌরসেনি ৩. অশোকলিপির ভাষা ৪. পালি ৫. প্রাচীন প্রাচ্য (৪০০ খ্রী.পূ.)

*প্রাচীন প্রাচ্য এটি আবার ৫ প্রকার। ১. প্রাচীন সিংহলি ২. মহারাষ্টি প্রাকৃত ৩. অর্ধমাগধি প্রাকৃত ৪. মাগধি প্রাকৃত ৫. গৌড়িপ্রাকৃত (আনু ২০০খ্রি.পূ)

*গৌড়ি অপভ্রংশ (আনু ৪০০-৬০০খ্রি.পূ) ১. বিহারি ২. প্রচীন ওড়িয়া ৩. বঙ্গঁ কামরূপ (অনু:৫০০খ্রি)

বঙ্গ কামরূপী ২ প্রকার:- ১. আসমিয়া ২. বাংলা (৬৫০খ্রি)

বাংলা ভাষাতত্ত্বের আলেচ্য বিষয়:

১. ভাষা পরিচয়।

২. ভাষা পরিবার।

৩. ভাষার শ্রেণি করণ।

৪. ধ্বনি পরিবর্তন ও তার প্রক্রিয়া।

৫. রূপতত্ত।

৬. অর্থ পরিবর্তন।

৭. ভাষা বিজ্ঞানিক প্রতœত্ত।

৮. তরঙ্গতত্ব।

৯. বাক্য পরিবর্তন।

১০. উপভাষা।

১১. ভাষারীতি।

প্রাচীন নিদর্শন: বাংলা ভাষার প্রাচীন নিদর্শন
হলো চর্যাপদ। এটি নেপালের রাজদরবারের রাজ সংগ্রহশালায় পাওয়া যায়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে এটি আবিষ্কার করেন। এর মধ্যে ২৩/২৪টি কবিতা ছিল। ৪১টি শ্লোক ছিল। এর শেষ বর্ণ ছিল ‘পা’। এটি বৌদ্ধদের ধর্ম গ্রন্থ্ হিসেবে পরিচিত। বাংলার প্রাচীন লিপি হলো ব্রাহ্মীলিপি।

সাদৃশ্য:

আরবি

* আরবি ভাষা অতিপ্রাচীন।

* আরবি ভাষায় সর্বনামের ব্যাবহার আছে।

* আরবি ভাষা জাতিসংঘের ভাষা।

* আরবি ভাষাতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় শব্দতত্ত্ব।

* আরবি ভাষাও অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত আছে।

* স্বরধ¦নি ও ব্যঞ্জন ধ্বনির ব্যবহার।

বাংলা

* বাংলা ভাষাও অতিপ্রাচীন।

* বাংলা ভাষারও সর্বনামের ব্যবহার আছে।

* বাংলাও জাতিসংঘের ভাষা।

* বাংলা ভাষাতত্ত্বেরও আলেচ্য বিষয় শব্দতত্ত্ব।

* বাংলায়ও তদ্রুপ ভবিষ্যত তিনটা কালে

ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়।

* বাংলায়ও অনুরূপ ব্যবহার আছে।

বৈসাদৃশ্য: আরবি ও বাংলার মাঝে কিছু সাদৃশ্য থাকলেও এতে অনেক বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো-

আরবি

* এটি দুনিয়া ও আখেরাতের ভাষা ও অমরন।

* আরবি আল্লাহর ভাষা।

* আরবি ভাষার অতীতকাল বুঝানোর জন্য ছয়টি ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়।

* অরবি ভাষাতত্ত্ব চর্চা অত্যাধিক।

* আরবি ভাষার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কুরআন।

* আরবি কম শব্দে বেশি অর্থ প্রকাশে সক্ষম।

* আরবি ভাষার মধ্যে অন্য ভাষার মিশ্রণ খুব কম।

বাংলা

* বাংলা শুধু দুনিয়ার ভাষা ও মরণশীল।

* এটি মানব রচিত ভাষা।

* কিন্ত বাংলা কোন ঐশ্বরিক ভাষা নয়।

* আরবির তুলনায় বাংলা ভাষাতত্ত্বর চর্চা খুবই
কম।

* বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন চর্যাপদ।

* বাংলা ভাষা তাতে তত সক্ষম নয়।

*কিন্তু বাংলা ভাষার ইংরেজি ফারসি, অনারবি
শব্দের জন্য ভিন্ন পরিভাষা রয়েছে। উর্দু ইত্যাদি অনেক ভাষার মিশ্রণ রয়েছে। ভিন্ন ভাষার শব্দের জন্য ভিন্ন কোন পরিভাষা
নেই।

এছাড়া ও অনেক বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান যেগুলো
দ্বারা আরবি ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রামাণিত হয়।

মন্তব্য: পরিশেষে বলা যায়, আরবি ভাষাতত্ত্ব
সমৃদ্ধ ও অনন্য বৈশিষ্ট মন্ডিত বাংলা ভাষার
তুলনায় তবে দুইটির আলোচ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে অনেকটা মিল রয়েছে।

আরবি ভাষার আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট

আরবি ভাষা বর্তমান বিশ্বের সর্বাধিক প্রচলিত ভাষাগুলোর একটি। আরববিশ্বের ২২টি দেশ ছাড়াও পৃথিবীর অনেক দেশ আরবিকে দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ব্যবহার করে। কোরআন, হাদিস এবং মুসলিম মনীষী ও বিজ্ঞানীদের রচনার ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয় আরবি ভাষা। কয়েক হাজার বছর পার হলেও আরবি ভাষা আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে আছে আজ পর্যন্ত।

ইসলামী শাসনামলের কীর্তি হিসেবে পৃথিবীর নানা প্রান্তের ভাষা, সভ্যতা ও ইতিহাস-ঐতিহ্যে আরবি ভাষার প্রভাব দৃশ্যমান।

ইউনেসকো ২০১২ সালে সর্বপ্রথম ১৮ ডিসেম্বরকে আরবি ভাষা দিবস হিসেবে নির্ধারণ করে। প্রায় চার দশক আগে ১৯৭৩ সালে ঠিক এই দিনেই ষষ্ঠ ভাষা হিসেবে আরবি ভাষা জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষার মর্যাদা লাভ করে। ২০১৩ সালে ইউনেসকোর উপদেষ্টা পরিষদ আরবি সংস্কৃতি তুলে ধরার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী এই দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

জাতিসংঘের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক অঙ্গসংগঠন ইউনেসকো অন্য দাপ্তরিক ভাষাগুলোর মতো (ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, চায়নিজ, রুশ) আরবি ভাষা উদ্যাপনের জন্য একটি দিন নির্ধারণ করেছে। দিনটি বিশ্বময় ‘আন্তর্জাতিক আরবি ভাষা দিবস’ বলে পরিচিত। এই দিবসের মূল প্রতিপাদ্য হলো আরবি ভাষা ও সংস্কৃতি টিকিয়ে রাখা। সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের মাধ্যমরূপে গড়ে তোলা।

প্রতিবছরই দিনটি উদ্যাপন করতে জাতিসংঘসহ অন্যান্য আরব রাষ্ট্র নানা অনুষ্ঠান ও বহুমুখী কার্যক্রম হাতে নেয়। বেশ জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে পালিত হয় দিবসটি।

এ উপলক্ষে সহস্র শতাব্দী ধরে এই ভাষায় চর্চিত জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিশ্বসভ্যতায় এই ভাষার অবদান, আরবি ভাষাভাষী বরেণ্য মনীষীদের জ্ঞানভাণ্ডার, সাহিত্য, কলা, সংস্কৃতি ও জ্ঞানের নানা শাখায় আরব ও ইসলামী সভ্যতার বৈপ্লবিক অবদান তুলে ধরা হয়। ইউরোপের রেনেসাঁ ও শিল্প বিপ্লবে আরবসভ্যতার প্রভাব দেখা যায়, যা পরবর্তী সময়ে মধ্যযুগের শেষে ইউরোপীয় মানস ও নেতৃত্বের বিকাশে বিরাট ভূমিকা রাখে।

আন্তর্জাতিক আরবি ভাষা দিবসের আরো একটি লক্ষ্য হলো এই ভাষাকে বিশ্বের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসা।

কারণ আরবি ভাষা হলো সেমিটিক ভাষাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও বহুল প্রচলিত। আরবি ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা প্রায় ৪৫ কোটি। এ ছাড়া গোটা দুনিয়ার সব মুসলিম এই ভাষায় ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধান পালন করে। সাধারণত ইবাদত-বন্দেগি আরবি ভাষায়ই হয়। এমনকি প্রাচ্যের খিস্টানদের অনেক গির্জারও নির্ভরযোগ্য ভাষা হলো আরবি। আরবি ভাষায়ই ইহুদি ও খিস্টানদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় গ্রন্থ লেখা হয়েছে।

ইউনেসকো তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই আরবি ভাষার ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। ১৯৪৮ সালে গঠিত হওয়া ইউনেসকো তৃতীয় সম্মেলনে আরবি ভাষাকে ইংরেজি ও ফ্রেঞ্চের পাশাপাশি আরবিকেও দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। আরবি ভাষাভাষী অঞ্চলে ইউনেসকো কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে এটিকে দাপ্তরিক ভাষা

হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এ ছাড়া আরবি ভাষায় ইউনেসকোর সব অনুষ্ঠান, কার্যক্রম ও শিক্ষামূলক নানা প্রগ্রাম প্রচার করারও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৯৬০ সালে জাতিসংঘের এক সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে আরবি ভাষায় নানা প্রকাশনা প্রকাশ করা হবে। কারণ এতে খুব সহজেই আরবি ভাষাভাষী মানুষের কাছে সেবা পৌঁছানো যাবে। এভাবে আরবিতে ইউনেসকোর গুরুত্বপূর্ণ সব লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৬৬ সালে একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সাধারণ পরিষদের সভা চলাকালে সব বক্তব্যই আরবিতে অনুবাদ করা হবে এবং আরবি বক্তব্যও অন্য ভাষায় অনূদিত হবে। এর ঠিক দুই বছর পর আরবি ভাষা জাতিসংঘের দাপ্তরিক নানা কাজে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব ফ্রান্সের দার্শনিক রিনাহ মাহের আন্তরিকতার কারণে তা সম্পন্ন হয়। এই পদক্ষেপ আরবি ভাষাকে জাতিসংঘের বিভিন্ন বক্তব্যের অনুবাদ ডকুমেন্টারি তৈরি থেকে শুরু করে প্রায় প্রতিটি কাজে ব্যবহৃত হওয়ার সুযোগ করে দেয়। এবং ধীরে ধীরে আরবি ভাষা অন্যান্য দাপ্তরিক ভাষার মতো মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের এক মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। শেষ পর্যন্ত ১৯৭৩ সালে আরব রাষ্ট্রগুলোর ক্রমবর্ধমান প্রচেষ্টার ফলে আরবি ভাষা চূড়ান্তরূপে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এ ক্ষেত্রে সেনেগালের প্রেসিডেন্ট আমাদো মুখতারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়।

একবিংশ শতাব্দীতে আরবি ভাষা বহুমুখী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। বিজ্ঞানের নিত্যনতুন পরিভাষার যথার্থ অনুবাদ, বর্তমান সময়ের তথ্য-প্রযুক্তির নানা শব্দ নির্বাচন ইত্যাদি আরবি ভাষাবিজ্ঞানীদের বিপাকে ফেলে দেয়। প্রকৃতপক্ষে এটি কোনো মৌলিক সমস্যা নয়। কারণ আরবি ভাষার ব্যাপ্তি ও বিশালতা অবাক করার মতো। তাই আধুনিক বস্তুসামগ্রীর নাম দেওয়া তেমন কঠিন ব্যাপার নয়। যুগ যুগ ধরে সৃষ্টি হওয়া সমস্যার সমাধানে কিছুটা সময়ের প্রয়োজন। এ ছাড়া আরো সমস্যার মোকাবেলা করতে হচ্ছে। প্রশাসন, অর্থনীতি, শিক্ষাসহ নানা ক্ষেত্রে উপনিবেশের কারণে গেড়ে বসা পশ্চিমা

ভাষার প্রভাব, আঞ্চলিক ভাষার প্রসার। উপনিবেশের আনুকূল্যে থাকা এক দল লোকের আঞ্চলিক ভাষানির্ভরতা বিশুদ্ধ আরবি ভাষার বিকাশ ও বিস্তার এবং ঐতিহাসিক মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে ফেরাতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনুবাদশিল্পের দুর্বলতাও আরবি ভাষার পশ্চাৎপদতার একটি বড় কারণ। ইংরেজিতে লেখা তথ্য-প্রযুক্তি সংক্রান্ত কোনো বইয়ের অনুবাদ ফ্রেঞ্চ ভাষায় হতে সময় লাগে সর্বোচ্চ তিন বছর। কিন্তু আরবি ভাষায় অনূদিত হতে সময় লাগে প্রায় দুই যুগ। এ ছাড়া আধুনিক ডিজিটাল পদ্ধতিতে আরবি ভাষা এখনো অন্যান্য ভাষার তুলনায় অনেকটা পিছিয়ে। আধুনিককালে আরবি ভাষার সমস্যা, বাধা-বিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠতে সময়োপযোগী পদক্ষেপ এবং উন্নত মানের গবেষণার কোনো বিকল্প নেই।

(ইসলামিক রিসাচ সেন্টার বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা)

বিশ্ব অর্থনীতিতে আরবি ভাষার গুরুত্ব

একটি জাতির সার্বিক উন্নতিতে যেসব বিষয় সবচেয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করে তার মধ্যে ভাষা অন্যতম। ভাষা শুধু মনের ভাব প্রকাশের জন্য সীমাবদ্ধ নয়, বরং একটি দেশ বা জাতির অর্থনৈতিক অগ্রগতি বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা রাখে। বিশ্বের বহুল প্রচলিত ১০টি ভাষার মধ্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত চাইনিজদের মান্দারিন ভাষা। এই ভাষাতে সবচেয়ে বেশি মানুষ মনের ভাব আদান-প্রদার করে। প্রায় ১৩০ কোটি মানুষ এই ভাষায় কথা বলে। আর এটি চীনা জাতির মাতৃভাষা। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এসআইএল ইন্টারন্যাশনালের প্রকাশনা ‘এথনোলোগ’-এ ভাষা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে স্প্যানিশ ভাষা। প্রায় ৪৪২ মিলিয়ন মানুষের মাতৃভাষা স্প্যানিশ। তৃতীয় স্থানে রয়েছে ইংরেজি। এটি বিশ্বের আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ভাষা এবং সাধারণত ভিন্ন দেশে দুজন মানুষ কথা বললে যে ভাষাকে ব্যবহার করে থাকে। তবে বিশ্বের

সবচেয়ে বেশি মানুষ যে ভাষায় কথা বলে সেটি হচ্ছে ইংরেজি। যথাক্রমে চতুর্থ স্থানে রয়েছে আরবি ভাষা। এই ভাষাটি মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের প্রায় **৩১৫** মিলিয়ন মানুষের মাতৃভাষা। পঞ্চম স্থানে রয়েছে হিন্দি ও ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। বাংলাদেশ আর পশ্চিমবঙ্গ মিলিয়ে প্রায় ২৪৩ মিলিয়ন মানুষের প্রথম ভাষা বাংলা। হিন্দির চেয়ে মাত্র **১৭** মিলিয়ন কম। অবশ্য সবচেয়ে বেশি মানুষের বলা ভাষার তালিকায় বাংলা আট নম্বরে চলে যায়। কারণ, তখন রুশ আর ফরাসি ভাষা বাংলার ওপরে চলে আসে।

এশিয়া ও আফ্রিকার মধ্যবর্তী অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা মধ্যপ্রাচ্য নামে পরিচিত। অঞ্চলভেদে ভাষার গুরুত্ব লক্ষ করা যায়। সাধারণত মধ্যপ্রাচ্যর ভাষা আরবি। এই অঞ্চলে অর্থনীতি থেকে শুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রে আরবি ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। আগের আলোচনায় আরবি ভাষাকে বিশ্বে বহুল ব্যবহৃত ভাষার মধ্য চতুর্থ স্থানে দেখেছি। জাতিসংঘ, আফ্রিকান ইউনিয়ন, ওআইসিসহ অসংখ্য আন্তর্জাতিক সংস্থার অফিশিয়াল ভাষা হলো আরবি। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠালগ্নে দাপ্তরিক ভাষা ছিল পাঁচটি। আবর নেতাদের প্রচেষ্টায় **১৯৭৩** সঙ্গে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে আরবিকে অন্তর্ভুক্তি করা হয়। পৃথিবীর প্রায় ২৮ কোটি জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা আরবি। আর ২৫ কোটি মানুষ আরবিকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। আধুনিক প্রমিত আরবি ভাষা এখন ২৮ দেশের সরকারি ভাষা। তাই যুগ ও বাস্তবতার নিরিখে আরবি ভাষা বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম ঐতিহাসিক শক্তিশালী ভাষা। মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশ পারস্য উপসাগর তীরে অবস্থিত এবং প্রচুর অশোধিত পেট্রোলিয়াম জ্বালানি তেল সম্পদে ভরপুর। মধ্যপ্রাচ্য আধুনিক বিশ্বে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে এক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে বা জনপদ। পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের যুদ্ধনীতি ও প্রশাসনিক কার্যাবলিও বিশ্বে আলোচিত।

মধ্যপ্রাচ্যের অর্থনীতি মূলত নির্ভর করে জ্বালানি তেল ও পর্যটনশিল্পে। প্রচুর পরিমাণে এই দেশগুলো তেল বিক্রি করে। তেলের আন্তর্জাতিক বাজার পুরোটাই মধ্যপ্রাচ্যের দখলে। তবে করোনাকালীন তেলের বাজারে মন্দা দেখা দেওয়ায় দেশগুলো অন্য অর্থনীতির ওপর জোর দিচ্ছে। অনেক মরু অঞ্চলে কৃষি খামার গড়ে তুলছে। আরবি ভাষাভাষী দেশগুলোতে বেশির ভাগ শ্রমিক বাইরের দেশের। এই দেশগুলোয় বাংলাদেশি শ্রমিকদের বিশাল বাজার। দেশের সিংহভাগ রেমিট্যান্স মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসে। এই দেশগুলোতে এত পরিমাণ বিদেশি শ্রমিক কাজ করে স্থানীয় জনসংখ্যার তুলনায় প্রবাসী কর্মীর সংখ্যা বেশি। এক পরিসংখ্যানে এ তথ্য উঠে এসেছে। গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিল শীর্ষক জোটভুক্ত ছয়টি দেশে প্রবাসী হার ও স্থানীয় জনসংখ্যা বিন্যাস; সংযুক্ত আরব আমিরাত (৮৮.৫% প্রবাসী), কাতার (৮৫.৭%), কুয়েত (প্রায় ৬৯.২%) বাহারাইন (৫২%), ওমান (৪৪%) এবং সৌদি আরব (৩২.৭ শতাংশ)। আর এই ছয় দেশের সরকারি ভাষা আরবি। বিশ্বে শক্তিশালী অর্থনীতির দেশ হিসেবে এগুলো পরিচিত।

আমাদের দেশ থেকে অনেক শ্রমিক মধ্যপ্রাচ্যে কাজ করলেও অধিকাংশ অদক্ষ। সেই দেশের ভাষা, কৃষ্টিকালচার সংস্কৃতি ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত নয়। যে কারণে কাজের অনেক ক্ষেত্র থাকার পরও নির্দিষ্ট কিছু সেক্টরে বাংলাদেশের শ্রমিকরা কাজ করেন। যেগুলোতে দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা থাকলেও পূরণ হয় না। দক্ষ শ্রমিক তৈরি করতে দেশের সরকারকে আরো আন্তরিক হতে হবে। এদিক থেকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে আছে চীন। যে কারণে দেশটি বিশ্বের এক নম্বর অর্থনীতির দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে। চীনের ভাষা মান্দারিন হলেও ব্যবসায়িক পরিধি বাড়াতে সরকারিভাবে ভিন দেশের কৃষ্টিকালচার খুব ভালোভাবে শেখানো হয়। যার ফলে মধ্যপ্রাচ্যসহ পৃথিবীর অনেক গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে চীনের শ্রমিক কাজ করে। বিশ্ব আরবি ভাষার গুরুত্ব অনুধাবন করলেও বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান এই তিনটি দেশের মানুষ তা করেনি। আমাদের উপমহাদেশে অধিকাংশ মানুষ আরবি

ভাষাকে ধর্মীয় ভাষা হিসেবে গণ্য করে থাকেন। আরবি ভাষা একটি বিরাট অঞ্চলের মাতৃভাষা এবং সেই অঞ্চলের বিশ্বে অর্থনৈতিক গুরুত্ব যে অপরিসীম তা আমরা বুঝতে পারি না। যার ফলে আমাদের দেশে আরবিকে ধর্মীয় ভাষায় হিসেবেই শিক্ষা গ্রহণ করে থাকি। যদি এটিকে ভাষা হিসেবে শিক্ষা গ্রহণ করা যায়, তাহলে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে অনেক কাজের ক্ষেত্র তৈরি হতো। বাংলাদেশ আলিয়া, কওমি ও হেফজখানায় এখনো আরবি শেখানো হয়। কতটা গুরুত্ব সহকারে আরবি ভাষা শেখানো হয়, তা আলোচনা সাপেক্ষ বিষয়। তবে বাংলাদেশ সরকার মধ্যপ্রাচ্যের অর্থনীতি পরিধি বাড়াতে আরবি ভাষাকেন্দ্রিক নানা উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। যার ফলে দেশ যেমন অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যাবে, তেমনিভাবে কিছু মানুষের কর্মের ক্ষেত্র তৈরি হবে।

অন্যদিকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধিশালী আরব দেশগুলোতে কর্মের সন্ধানে, ব্যবসায়িক প্রয়োজনে, কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে আরবি ভাষাচর্চার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কিন্তু সেই প্রয়োজনীয়তা আমাদের দেশের সরকার কখনো অনুধাবন করেনি। এ ভাষা শিক্ষায় সরকারের সুনির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা পৃষ্ঠপোষকতা লক্ষ করা যায় না। শুধু ভাষাগত দক্ষতা না থাকার কারণে মধ্যপ্রাচ্যর দেশগুলো থেকে কাঙ্ক্ষিত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারছে না বাংলাদেশ। এ দেশের শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি বৈদেশিক মুদ্রা বা রেমিট্যান্স আসে সৌদি আরবসহ আরবি ভাষাভাষী দেশ থেকে। প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে অসংখ্য মানুষ আরব দেশগুলোতে কাজের সন্ধানে পাড়ি জমাচ্ছে। কিন্তু তারা পেশাগতভাবে আরবি ভাষায় দক্ষ না হওয়ায় যথার্থ বেতন-ভাতা ও নানাবিধ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ভারত-পাকিস্তানের মতো আমাদের দেশেও যদি সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিদেশগামী জনশক্তিকে ভাষাগত দক্ষতাসম্পন্ন করে রপ্তানি করা যেত, তাহলে তারা আরো অধিক বেতন ও নানা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারতেন; দেশে আরো অধিক পরিমাণে রেমিট্যান্স আসার সুযোগ তৈরি হতো।

আরবি ভাষাভাষী দেশগুলোর সঙ্গে ব্যবসায়িক পরিধি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আরবি ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। সেই প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশের সঙ্গে আরব বিশ্বের ব্যবসার যোগাযোগ থাকলে ভারত-পাকিস্তান আমাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে। কারণ তারা তাদের দেশে সরকারি খরচে আরবি ভাষা শিক্ষাগ্রহণ করে। যার ফলে তারা ব্যবসায়িকভাবে দ্রুত সফল হচ্ছে। তাই মধ্যপ্রাচ্যে ব্যবসায়িক পরিধি ও সুসম্পর্ক বৃদ্ধি করতে আধুনিক আরবি ভাষাচর্চার বিকল্প নেই। আরবি ভাষাভাষী দেশগুলোর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক আরো সুদৃঢ়করণে, সরকারের আধুনিক আরবি ভাষাচর্চায় ব্যাপক ও সুদূর পরিকল্পনা থাকা দরকার। কারণ আরব দেশগুলো আমাদের দেশের ধর্মীয়, সামাজিক ও উন্নয়নমূলক বিভিন্ন খাতে প্রচুর আর্থিক অনুদান পেয়ে থাকে। দুর্যোগপ্রবণ দেশ হওয়ায় বন্যা, সিডর, আইলা ও বিভিন্ন দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে আমরা আরব দেশগুলো থেকেই সবচেয়ে বেশি অনুদান পেয়ে থাকি। অন্যদিকে অনেক আরব দেশ আমাদের চেয়ে রাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি ও তথ্যপ্রযুক্তিতে বহু ধাপ এগিয়ে গেছে। যে কারণে আরবি ভাষা শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, মুসলিম অধ্যুষিত বিশাল জনসংখ্যার এ দেশে সরাসরি আরবি ভাষা শিক্ষা ও চর্চার জন্য সরকারের তেমন কোনো ভূমিকা নেই বললেই চলে। যদিও এ দেশে সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত আলয়িা মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি পড়ানো হয়, তথাপি এসব প্রতিষ্ঠানের প্রতি আরবি বিশেষজ্ঞ সরকারি কর্মকর্তাদের নজর না থাকায় এবং শিক্ষাব্যবস্থায় পেশাগত আরবির বিষয়াবলি সিলেবাসভুক্ত না করায় এসব প্রতিষ্ঠান থেকে আধুনিক আরবি ভাষায় যোগ্য জনশক্তি তৈরি হচ্ছে না। কিছু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের ওপর উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেও তারা দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তিত হতে পারছে না। এ বিষয়ে সরকার একটু সুনজর দিলে হয়তো আরবি ভাষার কারণে বাংলাদেশ বহুগুণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সক্ষম হবে। সেই সঙ্গে বিশ্ব অর্থনীতিতে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি পেত। তাই আমরা প্রত্যাশা করি, বাংলাদেশের সরকার আরবি ভাষায়

দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরি করে মধ্যপ্রাচ্যসহ আরবি ভাষাভাষী দেশগুলোতে জনশক্তি রপ্তানি করবে; যা বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আরো শক্তিশালী করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

আরবি শেখার ৭টি কারণ

১। অনুবাদ ছাড়াই রবের কথা বুঝতে পারা

আমাদের প্রিয় কোনো ব্যক্তি যদি ভিনদেশী ভাষায় আমাদের কাছে একটি চিঠি পাঠাতো, তাহলে আমরা এর পাঠোদ্ধারে হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিতাম। আমরা এর অনুবাদ করিয়ে নিতে পারি। কিন্তু এর সত্যিকার বক্তব্য মূল ভাষাতেই কেবল পুরোপুরি বোঝা সম্ভব। কোরআনে ব্যবহৃত আরবি ভাষা অর্থের দিক দিয়ে এত সমৃদ্ধ আর পরিপূর্ণ যে, কোনো অনুবাদই এর মূল ভাবের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না।

২। নবীজী (সাঃ) এর কথা বুঝতে পারা

ভাবুন তো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীস সরাসরি আরবিতে বুঝতে পারলে কত ভালো লাগবে! আরবি জানার অর্থ হলো রাসূলের হাদীসগুলো কোনো অনুবাদের সাহায্য ছাড়াই বুঝতে পারা।

৩। সালাতে খুশু বৃদ্ধি করা

সালাতে আপনার মনোযোগ বেড়ে যাবে। কারণ সুরাহ থেকে শুরু করে তাসবিহ-তাহমিদ সহ সালাতের প্রতিটা কথাই আপনি বুঝে বুঝে পড়তে পারবেন। তখন আপনার সালাত কেবল অর্থহীন অঙ্গসঞ্চালন না হয়ে রবের সাথে আপনার এক অর্থপূর্ণ কথোপকথনে পরিণত হবে। এছাড়া তারাবীহ সালাতের সময় কি আপনার কখনো মনে

হয়নি "ইশ! ইমাম সাহেব কী পড়ছেন তা যদি আমি বুঝতে পারতাম!"? আপনার সেই স্বপ্নকে সত্যি করুন আরবি শেখার মাধ্যমে।

৪। গভীর ধর্মীয় জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে ইসলামী শাস্ত্রের কিতাবাদি পড়তে পারা

যদিও ইসলামী শাস্ত্রের অনেক বই-ই এখন বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে, তারপরও কিছু বইয়ের গভীরতা কেবল এর মূল ভাষাতেই অনুধাবন করা সম্ভব। হোক তা কোরআনের তাফসির, হাদীসের ব্যাখ্যা বা ফিকহ শাস্ত্রের কিতাব।

৫। এটি পৃথিবীর পঞ্চম বৃহত্তম ভাষা

পৃথিবীর ৩০০ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ আরবি ভাষাভাষী। ২৪টি দেশের দাপ্তরিক ভাষা আরবি। আরবি শেখার ফলে আপনি সারা পৃথিবীর আরবি ভাষাভাষিদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। (এর ফলে আপনার ইসলামী দাওয়াতের কার্যক্রমের ক্ষেত্রও প্রসারিত হবে।–অনুবাদক)

৬। কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা

অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে একাধিক ভাষা জানা ব্যক্তির কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি। আরবি ভাষার দখল আপনার সামনে কর্মের এক বিশাল ক্ষেত্র উন্মোচিত করে দেবে।

৭। নতুন ভাষা শেখার ফলে মস্তিষ্কের ক্ষমতা ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়

বর্ণিত আছে যে উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু) বলেছেন, "আরবি ভাষা শিক্ষা করো। এর ফলে অন্তর শক্তিশালী হয়।" গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে দ্বিভাষী ও বহুভাষীগণ

ভাবের আদান প্রদানে অধিক দক্ষ হন। তাঁদের স্মরণশক্তি ও সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পায়।

আরবি ভাষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

আরবি ভাষার গুরুত্ব

ভাষা হিসেবে আরবি ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা এটি। বিশ্বের ২৮টি দেশের মাতৃভাষা ছাড়াও ভাষা ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হিসাবে ষষ্ঠ স্থানে আরবি ভাষার অবস্থান। নানা কারণে আরবি ভাষা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভাষা ।

ধর্মীয় দিক থেকে

ধর্মীয় দিক থেকে আলোচনা করলে আমরা যা পাই আমাদের পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ্ আল হাদিস ও অন্যান্য ইসলামি সহায়ক গ্রন্থের মূল ভাষা আরবি।

প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মুসলিমের নিকট আরবি একটি পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ ভাষা। আরবি ভাষা না জানলে আল- কুরআন ও আল-হাদিস অধ্যয়ন করে সঠিকভাবে বুঝা ও জ্ঞান অর্জন অসম্ভব। তাই সমগ্র পৃথিবীতে মুসলিমদের কাছে আরবি ভাষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন:

আলিফ লাম মিম এটি এমন কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য পথ প্রদর্শক ।

“নিশ্চয়ই আমি আরবি ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পারো ।

‘আরবি ভাষায় এ কুরআন বক্রতা মুক্ত, যাতে তারা সাবধানতা অবলম্বন করে ।

‘এইভাবে আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি বিধান রূপে আরবি ভাষায়’ সূরা রাদ ১৩, আয়াত ৩৭।

‘এইরূপে আমি কুরআনকে অবতীর্ণ করেছি আরবি ভাষায় এবং তাতে বিশদভাবে বিবৃত করেছি সতর্কবাণী, যাতে তারা ভয় করে অথবা এটাকে উপদেশ হিসেবে গ্রহণ করে’। সূরা ২০ তাহা, আয়াত: **১১৩**

ধর্মীয় সকল কাজেই আমরা আল-কুরআন ও আল-হাদিসকে অনুসরণ করি বিধায় আরবি ভাষা আমাদের নিত্য দিনের ভাষা। আমাদের সকল কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আরবি ভাষা একান্তভাবে জড়িয়ে আছে। দুনিয়ার সকল ভাষার শ্রেষ্ঠ ভাষা আরবি ভাষা। জান্নাতের ভাষাও আরবি ভাষা ।

পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআনের বিখ্যাত ভাষ্যকার ইবনে কাসীর-এর মতে— “সর্বাধিক মর্যাদাবান ফেরেশতার মাধ্যমে, সর্বাধিক মর্যাদাবান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের-এর প্রতি, সর্বাধিক মর্যাদাবান ভাষায়, সর্বাধিক মর্যাদাবান গ্রন্থ আল-কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

আরবি ভাষাকে সকল ভাষার জননী বলা হয়। আল-কুরআন, আল-হাদিস, ফিক্হশাস্ত্র শিক্ষাগ্রহণ ও জীবনে তার সঠিক বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক মুসলিমের আরবি ভাষা জানা অপরিহার্য। আল্লাহর নির্বাচিত ভাষা, কুরআনের ভাষা, ইবাদতের ভাষা, ইসলামি শিক্ষার ভাষা আরবি ভাষা ।

জ্ঞানার্জনের ভাষা

আগেই বলেছি আরবি সকল ভাষার জননী। ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন ছাড়াও বিজ্ঞান, কলা, গণিত, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিজ্ঞান শেখার জন্য আরবি ভাষা গুরুত্বপূর্ণ। আল-কুরআনকে রিসার্চ করেই আজকের আধুনিক বিশ্ব, উড়োজাহাজ, সামুদ্রিক জাহাজ, কম্পিউটার, চিকিৎসা বিজ্ঞানের সফলতা পেয়েছে। এগুলো আল-কুরআন ও ইসলামী জ্ঞানের বিশ্লেষণমূলক চিন্তা-চেতনার ফসল.ইমাম বায়হাকী সূত্রে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উক্তি—‘আরবি শেখো, কেননা এটি হৃদয়কে দৃঢ়তা দান করে এবং সাহস বৃদ্ধি করে।

ব্যবসা বাণিজ্যের ভাষা

একটা সময়ে অবহেলিত মরুভূমি আজ সমগ্র বিশ্বের চমক। তেল উৎপাদনের সাথে সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে বিপ্লব ও উৎকর্ষ সাধিত হয়, তারই পরিক্রমায় আজ পুরো আরব দুনিয়ার ব্যবসায়িক প্রাণকেন্দ্র। লক্ষ লক্ষ মানুষ মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশসমূহে কাজ করছে। এমনকি ভারতের ১৫ লক্ষ হিন্দু শিক্ষার্থী মাদরাসায় অধ্যয়ন করছে আরবী ভাষা, জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের জন্য। তারা জানে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম ভাষা। তাই আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করে তারা আরব দেশসমূহে ভালো বেতনে চাকরির সুযোগ পায়।

পুঁজিবাদী অর্থনীতির এ যুগে ব্যবসায়ীদের ভূ-স্বর্গ মধ্যপ্রাচ্য। তাই সবার কাছেই আরবি ভাষার কদর ও সম্মান বৃদ্ধি পাচ্ছে। আরবি ভাষাও দিন দিন তার ব্যাপ্তি আরো দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করছে। পৃথিবীর সকল বিখ্যাত পণ্যের প্যাকেট সহ নানা বিজ্ঞাপনে আজ তারা আরবি ভাষাকে ব্যবহার করছে। আমাদের বাংলাদেশের যে সকল শ্রমিক ভালো আরবি জানেন, তারা আরব বিশ্বে ভালো চাকরি করতে পারেন। আবার আরবি না জানার কারণে অনেকে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ভালো কাজে যোগদান করতে পারছেন না ।

আরবি আন্তর্জাতিক ভাষা

জাতিসংঘের চারটি দাপ্তরিক ভাষার মধ্যে আরবি অন্যতম ভাষা। বিস্তৃত পরিসর নিয়ে আরবি ভাষা স্রোতস্বিনী নদীর মতো বহমান। এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা মহাদেশের অনেক দেশের জাতীয় বা প্রধান ভাষা আরবি।

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আরবি ভাষার ব্যাপক প্রচলন-এর ফলে হয়তো অচিরেই আমরা দেখতে পাবো যে পৃথিবীর এক নম্বর ভাষা আরবি। চলমান বিশ্বের সবগুলো স্তরেই আরব বিশ্বকে প্রাধান্য দিতে হচ্ছে। ধর্মীয়, আন্তর্জাতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় আরবি ভাষাকে গ্রহণ করে তারা সাফল্য লাভের কারণে সবার কাছেই আরবি সু-উচ্চাসনে অবস্থিত। আরবি ভাষা এখন আর ধর্মীয় ভাষা নয়, এটি বিশ্বব্যাপী কমার্শিয়াল ভাষাও। বিশ্বের ৪২২ মিলিয়ন আরব জনগোষ্ঠী এবং ১৫০ কোটিরও বেশি মুসলিম তাদের দৈনন্দিন জীবনে আরবি ভাষা ব্যবহার করছে।

আরবি ভাষার বৈশিষ্ট্য

আরবি ভাষার শব্দমূল ৩ বর্ণ বিশিষ্ট ।

শব্দের প্রথম ও মধ্যের অক্ষর-এর বর্ণ পরিবর্তনের মাধ্যমে অর্থের পরিবর্তন সাধিত হয়।

এ ভাষায় যৌগিক ক্রিয়া নেই। তবে সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ বিদ্যমান।

আরবি ভাষায় একমাত্র দ্বিবচন আছে, যা অন্য কোন ভাষাতে নেই ।

এ ভাষায় তিনটি কারকের ব্যবস্থা আছে

ক্রিয়াপদের পরে সেই ক্রিয়ার ধাতুজাত শব্দ দ্বারা ক্রিয়া বিশেষণের কাজ সম্পাদন করা হয়।

বিশেষ্য ও ক্রিয়ায় ‘ইরাব এর বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে।

বাক্য সংযোজন অব্যয়দ্বারা সু-স্পষ্ট নির্দেশ করে।

পৃথিবীর সর্বাধিক সমার্থক শব্দের সমাহার রয়েছে এ ভাষাতে।

পৃথিবীর সর্বাধিক শব্দভাণ্ডারের ভাষাও আরবি।

স্বল্প বাক্যে ব্যাপক অর্থ প্রকাশের ভাষা আরবি।

একটি শব্দের বহু বিপরীত শব্দ ও অর্থবোধক শব্দ রয়েছে।

পশুপাখির বিভিন্ন ধ্বনির অনুকরণে শব্দ রয়েছে।

প্রবাদ-প্রবচন ও বাগধারায় পরিপূর্ণ।

এ ভাষায় বিশেষণের শব্দ পরবর্তীতে বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

আরবি ভাষার প্রয়োজনীয়তা

পৃথিবীতে বিদ্যমান ভাষাগুলোর মধ্যে আরবি ভাষার প্রয়োজনীয়তা সর্বাগ্রে। আরবি ভাষা জানা ও আরবি ভাষার দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে কিভাবে সার্বিক উন্নতি সম্ভব, তা আমরা বর্তমান বিশ্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে বুঝতে পারি । ধর্মীয় জ্ঞানে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে ও পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে হলে একমাত্র আরবি ভাষা জানার মাধ্যমেই সম্ভব। আমাদের জীবন বিধান সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন:

তারপর আল-হাদিস সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ও বাস্তব জীবনে প্রয়োগে অবশ্যই আমাদের আরবি ভাষা জানা প্রয়োজন। আমাদের ইবাদত-বন্দেগী, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এমন যে কোনো মাধ্যমের জ্ঞান আল-কুরআন-এর মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব।

শুধু মুসলিমদের জন্য নয় আল-কুরআন যেহেতু সমগ্র মানব জাতির জন্য দিশারী তাই সকলেরই আরবি জানা আবশ্যক।ড. মরিস বুকাইলি মদিনায় দীর্ঘ আট বছর অবস্থান

করে আরবি ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধি করার পর আল- কুরআন নিয়ে গবেষণা করেন এবং পরবর্তীতে মুসলিম হয়ে যান। আরবি ভাষা জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আধার। এ যেন জ্ঞানের এক মহাসমুদ্র। আরবি ভাষা জানার মাধ্যমে সেই সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের কিছুটা অর্জন করা সম্ভব।

আজকের বাংলাদেশ যে বৈদেশিক রেমিটেন্স নিয়ে অহংকার করছে, তার সিংহভাগ আসে আরব দেশসমূহ থেকে। আমরা যদি ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি করতে পারি তাহলে আরও বেশি জনশক্তি রপ্তানি ও বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব হবে।

আরব দেশসমূহের আইসিটি বিভাগের নিয়ন্ত্রণ করে ভারতীয়রা। আরব দেশসমূহের মেডিকেল-ইঞ্জিনিয়ারিংসহ বেশিরভাগ শিল্প-কারখানার নিয়ন্ত্রণ প্রতিবেশী বিভিন্ন দেশের হাতে। দক্ষ জনশক্তি রপ্তানিতে তাদের পদক্ষেপসমূহের মধ্যে কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে প্রাধান্য দেওয়া কাজের দক্ষতার পাশাপাশি ভাষায় দক্ষতার কারণে তাদের উত্থান। অথচ বিশাল জনগোষ্ঠীর মুসলিম দেশ বাংলাদেশ সেখানে অনেকটা পিছিয়ে আছে আরবী ভাষা না জানার কারণে।

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আরবি ভাষার গুরুত্বের কারণেই-এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বর্তমানে যত প্রকার Trade আছে সবখানে আরবিকে Trade Language হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। কূটনৈতিক সম্পর্ক দৃঢ় করতে হলে চাই আরব দেশগুলোর সাথে ব্যাপক আরবি ভাষা চর্চা ও সংস্কৃতি বিনিময়ের পরিকল্পনা। এমনিতেই আরব দেশসমূহ আমাদের সামাজিক ধর্মীয় ও উন্নয়নমূলক খাতে প্রচুর পরিমাণে আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকে। তাই দক্ষ আরবি ভাষী হয়ে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য আরবি ভাষা জানা প্রয়োজন।

আরবি ভাষা জানার ফলে অনেক ধর্মীয় বিষয়ের জ্ঞান সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়, আর ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হয়। আল-কুরআন ও হাদীস উপস্থাপন সহজ হয়। পৃথিবীতে কত ভাষার জন্ম হলো আর পতন হলো, কিন্তু আরবি ভাষা আজও আপন মহিমায় দণ্ডায়মান। মুসলিম-প্রধান দেশ হিসেবে বাংলাদেশে আরবি ভাষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত ব্যাপক।

আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিশ্ব দরবারে স্থান করে নিয়েছে। আরবি কবিতা বর্তমান বিশ্বের প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শন, যার বাস্তব সংযোজন আমরা 'সাবউল মুয়াল্লাকাত'-এর মাধ্যমে পেয়ে থাকি। পরবর্তীতে আরবি ব্যাপক চর্চার ফলে সমগ্র বিশ্বে আরবি ভাষার সৌন্দর্য উপভোগ করা হয়। আরবি ভাষার সংস্পর্শে এসে অন্যদের ভাষা সাহিত্য সমৃদ্ধ হতে পারে। তাই আরবি ভাষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।